দৈনন্দিন আমল ও দু'আসমূহ

সংকলনেঃ আলহাজ্জ মোঃ বাদশা মিয়া

www.islamijindegi.com
Install App "Islami Jindegi"

দৈনন্দিন আমল ও দু'আসমূহ

জরুরী জ্ঞাতব্য

কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দু'আর পূর্ণ ফায়দা অর্জনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ উচ্চারণ। আর বাংলা ভাষায় আরবীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ব্যক্ত করা অসম্ভব। তাই শুধু বাংলা উচ্চারণের উপর নির্ভর করা আদৌ ঠিক হবে না, বরং বাংলা উচ্চারণকে সহায়ক রূপে গ্রহণ করে আলেম-উলামা ও ক্বারী সাহেবদের কাছে মশক করে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখা অত্যন্ত জরুরী।

আরবী উচ্চারণে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের বিবরণ:

ع — ' যেমন: عَبْدٌ 'আবদুন, اَعْبُدُ আ'বুদু

ء — ' যেমন: تَأْخُذُ তা'খুজু

ط — ত্ব যেমন: صِرَاطٍ ছির-ত্বিন

ق — ক্ব যেমন: مُسْتَقِيْمٍ মুস্তাক্বী-মিন

ض — দ্ব যেমন: مَغْضُوْبِ মাগদ্বু-বি

মদ্দ এর জন্য - যেমন: اَلْاِيْمَانُ আল ঈ-মা-নু

– সম্পাদক

الأعمال والأذكار الماثورة في اليوم والليلة

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত

দৈনন্দিন আমল ও দু'আসমূহ

সংকলনে

আলহাজ্জ মোঃ বাদশা মিয়া

সম্পাদনায়

মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আল ফরিদী

মুহতামিম, জামিয়াতুস সুন্নাহ

সহযোগিতায়

মাওলানা আবদুল মুমিন খান

মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক

মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত

দৈনন্দিন আমল ও দু'আসমূহ

প্রকাশনায়

জামিয়াতুস সুন্নাহ প্রকাশনা বিভাগ
শিবচর, মাদারীপুর।
ফোন: ০১৭৩৩ ২৬৮৫৮৩

বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: জুলাই ২০১৯ ঈসায়ী

প্রথম প্রকাশ: শাবান ১৪৪০ হিজরী
এপ্রিল ২০১৯ ঈসায়ী

অঙ্গসজ্জা:

মাওলানা আবু সাকী মাহবুব

শব্দ বিন্যাস:

হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুল আলম

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি শ্রেষ্ঠ দু'আ কবুলকারী। দুরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনাকারী। রহমত বর্ষিত হোক নবী পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, যাঁরা সকল কাজে মহানবীর পদাঙ্ক অনুসারী। আরো বর্ষিত হোক সর্বস্তরের মুসলমানদের প্রতি, যারা একনিষ্ঠ ভালবাসায় তাঁদের অনুগামী।

এ দু'আর বইটি মূলত আমাদের একান্ত প্রিয়ভাজন জনাব আলহাজ্জ মোঃ বাদশা মিয়ার দীর্ঘদিনের সংগ্রহের গ্রন্থিত রূপ। সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাঁর একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের ফলে তিনি যখনই কোনো আলেমের সংস্পর্শে এসেছেন তখনই প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিষয়াদি জেনে হৃদয়ে ধারণ করেছেন। আলেমগনের সংস্পর্শে গিয়ে তিনি আরো জেনেছেন, মানব জীবনের যেকোনো সমস্যা সমাধানে দু'আর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সকল চেষ্টা-তদবির যেখানে ব্যর্থ হয় দু'আ সেখানে সফলতার পথ দেখায়। এ জন্যই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট-বড় যে-কোনো সমস্যা সমাধানে সর্বাগ্রে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। এ বাস্তবতা উপলদ্ধি করে তিনি আলেমদের থেকে যখন যে দু'আ শুনেছেন সেগুলো লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছেন, শুদ্ধ উচ্চারণ কণ্ঠস্থ করেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুসরণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এভাবেই গড়ে ওঠে দু'আর এই উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। বক্ষমান বইটি সে সংগ্রহেরই গ্রন্থিত রূপ।

বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ দীনি প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুস সুন্নাহর সুযোগ্য কয়েকজন মুহাদ্দিসের মাধ্যমে বইটিকে ছয়টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি দু'আকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'আর আরবী পাঠ যের-যবর তথা হরকত দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। যারা আরবী পাঠ জানেন না তাদের সুবিধার জন্য বাংলা উচ্চারণ সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে প্রতিটি দু'আর রেফারেন্স, বাংলা অর্থ ও ফায়দা।

সম্পাদনা প্রসঙ্গে এতটুকু বলতে চাই যে, গ্রন্থিত বইটির আগাগোড়া দেখে যেখানে যতটুকু সংশোধনীর প্রয়োজন মনে হয়েছে, সংশোধন করেছি। ফলে বইটি একটি নির্ভরযোগ্য দু'আর বইয়ে পরিণত হয়েছে। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ও বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের অনুসৃত এ দু'আগুলো যদি সুধি পাঠক মহল যথাযথ ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে দৈনন্দিন জীবনে আমল করতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

বিনয়াবনত

নেয়ামতুল্লাহ আল ফরিদী

মুহতামিম, জামিয়াতুস সুন্নাহ

অবতরণিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

মহান রব্বুল 'আলামীনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে, তিনি মেহেরবানী করে আমাকে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে মুহাব্বত ও সম্পর্ক রাখার তাওফীক দান করেছেন, কিছুটা হলেও তাঁদের সোহবত ও সাহচর্য লাভে ধন্য করেছেন।

আমি তাঁদের উপদেশ, নসীহত ও পরামর্শকে আমার জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, হক্কানী উলামায়ে কেরাম হলেন নায়েবে নবী বা নবীর ওয়ারিশ। তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক ও তাঁদের দিক-নির্দেশনা ছাড়া কোন মুসলিমের পক্ষেই সঠিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়; গোমরাহী ও ফেৎনা ফাসাদ থেকে বাঁচাও সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে যুগশ্রেষ্ঠ বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও বুযর্গদের থেকে আমি বিভিন্ন ফজীলতপূর্ণ আমল ও দু'আ শিখে নিজে আমল করার চেষ্টা করেছি। আমার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবকেও শিখানোর চেষ্টা করেছি। লিখে ফটোকপি করে তাদেরকে দিয়েছি। তারাও আমল করে উপকৃত হচ্ছে।

পরবর্তীতে এই আমল ও দু'আগুলোর উপকারিতা আরো ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে বই আকারে ছাপার ইচ্ছা করি এবং এগুলোর সাথে আরো কিছু দু'আ সংযোজন করে প্রতিটি দু'আর বাংলা উচ্চারণ ও সঠিক অর্থ এবং সাথে সাথে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ উল্লেখ করে বইটিকে সর্বজন গ্রহণযোগ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

অতঃপর দেশের ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুস সুন্নাহর সম্মানিত মুহতামিম সাহেবের তত্ত্বাবধানে জামিয়ার

কয়েকজন মুহাদ্দিস উক্ত মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেন। এখন বইটি পাঠকদের সামনে রয়েছে। যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি কারো নজরে পড়ে তাহলে জামিয়াতুস সুন্নাহ প্রকাশনা বিভাগকে সরাসরি অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানোর অনুরোধ করছি। জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করব, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে করুণাময় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপূর্ণ ইখলাস দান করেন এবং এই আমলকে দয়া করে কবুল করে সদকায়ে জারিয়া বানিয়ে দেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

দু'আ প্রার্থী

আলহাজ্জ মোঃ বাদশা মিয়া

সূচীপত্র

দু'আর গুরুত্ব ও ফযীলত ১৭
দু'আর সুন্নাত ও আদবসমূহ ১৯
দু'আ কবুলের বাধাসমূহ ২২

১ম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : সকাল-সন্ধ্যার আমল ও দু'আ প্রসঙ্গ

আল্লাহর কাছে পূর্ণ মুখাপেক্ষীতা প্রকাশক দু'আ ২৩
নেয়ামতের পরিপূর্ণ শোকর আদায়ের দু'আ ২৪
সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার ২৫
শাহাদাতের মর্যাদা এবং সত্তর হাজার ফেরেশতার ইস্তিগফার লাভের আমল ২৬
সর্বপ্রকার বিপদাপদ হতে হেফাজতের কিছু আমল ২৭
জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল ৩২
কঠিন কঠিন রোগ থেকে মুক্তির আমল ৩২
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের দু'আ ৩৩
জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার লাভের দু'আ ৩৩
সারা দিন শয়তান থেকে হেফাজতের দু'আ ৩৪
নিজের সকল অবস্থা সংশোধনের দু'আ ৩৪
শিরক ও রিয়া থেকে হেফাজতের দু'আ ৩৫
দুশ্চিন্তা পেরেশানী, অলসতা, অক্ষমতা থেকে হেফাজত ও ঋণ মুক্তির দু'আ ৩৫
সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হওয়ার আমল ৩৬

কঠিন বিপদাপদ, হতভাগা হওয়া, তাকদীরের অকল্যাণ এবং শত্রুর আনন্দিত হওয়া থেকে হেফাজতের দু'আ ৩৭
কয়েক ঘণ্টা একাধারে নফল ইবাদতের সওয়াব লাভের হামদ ৩৮
একশত নফল হজ্জের সওয়াব লাভের আমল ৩৯
রাসূলের শাফায়াত লাভের আমল ৪০
ছুটে যাওয়া আমলসমূহের বরকত লাভের আমল ৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফরজ নামাযের পরের আমল ও দু'আ প্রসঙ্গ ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্যাপক অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ দু'আ প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হামদ ও সালাত ৪৯
দুরূদে ইবরাহীম ৫২
শাফায়াত ওয়াজিব হওয়ার দুরূদ ৫৩
ইসমে আযমের উসীলায় দু'আ ৫৩
আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের উসীলায় দু'আ ৫৫
একটি ইস্তিগফার ৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআন থেকে সংগৃহীত দু'আ প্রসঙ্গ

গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং রহমত লাভের দু'আ ৫৭
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের দু'আ ৫৯
হেদায়েত লাভ এবং পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার দু'আ ৬০
নেককার স্ত্রী ও সন্তান লাভের কিছু দু'আ ৬০

নেয়ামতের শোকর আদায় এবং নেককারদের দলভূক্ত হওয়ার দু'আ ৬২
শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ ৬২
যালেম ও কাফেরদের অত্যাচার হতে হেফাজতের দু'আ ৬২
পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ ৬৪
জ্ঞান বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর হওয়ার দু'আ ৬৪
বিপদ থেকে মুক্তি ও রোগ আরোগ্যের দু'আ ৬৫
পূর্ণ নূর হাসিলের দু'আ ৬৫
ঈমানের সাথে মৃত্যু ও নেককারদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দু'আ ৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস শরীফ থেকে সংগৃহীত দু'আ প্রসঙ্গ

মাগফিরাত, রহমত, হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা লাভের দু'আ ৬৭
হিসাব সহজ হওয়ার দু'আ ৬৮
দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা লাভের দু'আ ৬৮
নফসের পরিশুদ্ধতা ও তাকওয়া হাসিলের দু'আ ৬৯
দীনের উপর অবিচল থাকার দু'আ ৬৯
শেষ জীবন ও শেষ আমল ভাল হওয়ার দু'আ ৭০
নফসের ক্ষতি থেকে হেফাজত ও সুপথ প্রাপ্তির দু'আ ৭০
অকল্যাণ থেকে হেফাজত এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভের দু'আ ৭১
গোপন-প্রকাশ্য, ছোট-বড় সকল গুনাহ ক্ষমার দু'আ ৭১
সকল বিষয়ে শুভ পরিণাম অর্জনের দু'আ ৭২
ইলম, সহনশীলতা, তাক্বওয়া ও নিরাপত্তা লাভের দু'আ ৭২

উপকারী ইলম ও আমল অর্জনের দু'আ ৭২

কুরআন অনুযায়ী আমল এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য লাভের দু'আ ৭৩

উভয় জাহানের নিরাপত্তা ও সকল কাজ সহজ হওয়ার দু'আ ৭৩

আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত আবশ্যককারী আমলের তাওফীক লাভের দু'আ ৭৪

সরল পথ ও আল্লাহ তা'আলার অভিভাবকত্ব লাভের দু'আ ৭৪

আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের তাওফীক লাভের দু'আ ৭৫

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সর্বপ্রকার নেয়ামত বৃদ্ধির দু'আ ৭৬

দুশ্চরিত্র এবং হকের বিরোধিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ ৭৬

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি, উত্তম চরিত্র এবং সুস্থতা লাভের দু'আ ৭৬

কুদৃষ্টি, মিথ্যা, রিয়া ও মুনাফেকী থেকে হেফাজতের দু'আ ৭৭

কবরের আযাব দারিদ্র্য ও কুফুরী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৭৭

বিনয় অর্জন এবং আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দু'আ ৭৮

দিবা-রাত্রি তেলাওয়াতের তাওফীক লাভের দু'আ ৭৮

আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে হেফাজতের দু'আ ৭৯

রাসূলের ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীর সকল দু'আ অন্তর্ভূক্তকারী দু'আ ৮০

হযরত ইবরাহীম আ. এর দু'আ ৮০

হামদ, সালাত ও আমীন ৮১

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন স্থান ও সময়ের দু'আ প্রসঙ্গ

ঘরে প্রবেশের দু'আ ৮২

ঘর বা অন্য কোন স্থান থেকে বের হওয়ার দু'আ ৮৩

খাওয়ার পূর্বের দু'আ	৮৩
খাওয়ার শেষে পড়ার দু'আ	৮৪
দাওয়াত খাওয়ার দু'আ	৮৫
দস্তরখানা ও অবশিষ্ট খাবার উঠানোর দু'আ	৮৬
পান করার পূর্বে ও পরের দু'আ	৮৬
দুধ পান করার দু'আ	৮৭
যমযমের পানি পান করার দু'আ	৮৭
ঘুমের পূর্বের দু'আ	৮৮
ঘুমের পূর্বের আমল	৮৮
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দু'আ	৮৯
কাপড় পরিধানের দু'আ	৯০
নতুন কাপড় পরিধান করার দু'আ	৯০
কাউকে নতুন কাপড় পরিহিত দেখে পড়ার দু'আ	৯১
বাথরুমে প্রবেশের পূর্বের দু'আ	৯১
বাথরুম থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ	৯২
উযুর শুরুতে পড়ার দু'আ	৯২
উযুর মাঝে ও শেষে পড়ার দু'আ	৯২
উযুর শেষে পড়ার দু'আ	৯৩
মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৯৩
মসজিদে প্রবেশের আরেকটি দু'আ	৯৪
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ	৯৪

আযানের শেষে পড়ার দু'আ ৯৫
মজলিস শেষের দু'আ ৯৬

সফরের দু'আ

ঘর বা অন্য কোন স্থান থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ ৯৬
ঘর হতে বের হওয়ার সময় পরিবারকে উদ্দেশ্য করে পড়ার দু'আ ৯৭
কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় পড়ার দু'আ ৯৭
যানবাহনে আরোহণের দু'আ ৯৭
নৌযান ও উড়োজাহাজে আরোহণের দু'আ ৯৯
সফর চলাকালে কোথাও যাত্রাবিরতির সময়ের দু'আ ৯৯
মুসীবতগ্রস্ত হলে বা কোনো দুঃসংবাদ শুনলে পড়ার দু'আ ১০০
রোগী দেখার দু'আ ১০০
রোগ ও বিপদাপদ থেকে হেফাজতের বিশেষ দু'আ ১০১
মৃত্যু নিকটবর্তী অনুভব হলে পড়ার দু'আ ১০১
জানাযা নামাযের দু'আ ১০২
লাশ কবরে রাখার দু'আ ১০৩
কবরে মাটি দেওয়ার সময়ে পড়ার দু'আ ১০৩
শত্রু থেকে হেফাজতের বিশেষ কিছু আমল ১০৪
বিপদের সময়ের বিশেষ কিছু আমল ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

ইস্তিগফার প্রসঙ্গ

১ম পরিচ্ছেদ: পবিত্র কুরআনের ইস্তিগফার সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত ১০৮

২য় পরিচ্ছেদ: হাদীসে বর্ণিত কতিপয় ইস্তিগফার ১১১

পঞ্চম অধ্যায়

দুরূদ শরীফ প্রসঙ্গ

১ম পরিচ্ছেদ: হাদীসে বর্ণিত দুরূদ শরীফ ১১৬
২য় পরিচ্ছেদ: উলামায়ে কেরামের রচিত দুরূদ শরীফ ১২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ বিশেষ কিছু আমল

জুমু'আর দিনের বিশেষ আমল ১২৩
তাহাজ্জুদের নামায ১২৩
ইশরাকের নামায ১২৩
চাশতের নামায ১২৪
যাওয়ালের নামায ১২৪
আওয়াবীনের নামায ১২৪
শুকরিয়ার নামায ও শুকরিয়ার সেজদা ১২৫
তওবার নামায ১২৫
ইস্তিখারার নামায ও দু'আ ১২৫
সালাতুত তাসবীহ ১২৭
সালাতুল হাজাত (প্রয়োজন পূরণের নামায) ১২৯
অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ আরো কিছু আমল ১৩০
ফযীলতপূর্ণ বিশেষ কিছু যিকির ১৩৩

পরিশিষ্ট

বিবিধ আমল ও দু'আ প্রসঙ্গ

সালাম	১৩৫
মুসাফাহা	১৩৬
নেয়ামতের শোকর আদায়ের দু'আ	১৩৬
অপছন্দীয় বিষয়ের সম্মুখীন হলে পড়ার দু'আ	১৩৭
রাগের সময় পড়ার দু'আ	১৩৭
গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক লাভের দু'আ	১৩৭
ইফতারের পূর্বের দু'আ	১৩৭
ইফতারের পরের দু'আ	১৩৮
শবে কদরের দু'আ	১৩৮
কাজ সহজ হওয়ার দু'আ	১৩৮
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একটি বিশেষ দু'আ	১৩৯
হজ্জ ও আরাফার আমল	১৩৯
হজ্জের সফরের সামানপত্রের তালিকা	১৪৪
আল আসমাউল হুসনা	১৪৫

❖

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দু'আর গুরুত্ব ও ফজীলত

মুমিন বান্দার জীবনে দু'আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দুনিয়া ও আখিরাতে সকল আশা আকাংখা পূরণ হওয়া, সব ধরণের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করা এবং সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত ও অকল্যাণ-অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকার একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দু'আ। বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর কাছে দু'আ করে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন। তার দু'আ কবুল করেন। তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তার গুনাহ ক্ষমা করেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

অর্থ: তোমরা আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকবে (অর্থাৎ আমার কাছে দু'আ করার ব্যাপারে অহংকার করবে) তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন, আয়াত: ৬০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

অর্থ: যখন আপনার কাছে আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদেরকে বলুন, নিশ্চয় আমি তাদের নিকটে আছি। দু'আকারী যখন আমার কাছে দু'আ করে তখন আমি তার দু'আ

কবুল করি। সুতরাং তারাও (আমার বান্দারাও) যেন আমার কথায় সাড়া দেয়, (আমার আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়) আমার প্রতি ঈমান রাখে, তাহলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ: দু'আই হচ্ছে ইবাদত। (তিরমিযী, হাদীস: ২৯৬৯)

তিনি আরো বলেন- اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৩৭১)

তিনি আরো বলেন- لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ অর্থ: আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ কোনো জিনিস নেই। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৩৭০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন- مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ অর্থ: যে আল্লাহর কাছে চায়না আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৩৭৩)

তিনি আরো বলেন–

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: দু'আ মুমিনের অস্ত্র, দীনের স্তম্ভ, আসমান ও যমীনের নূর।

–মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৮১২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ.

অর্থ: নিশ্চয় মানুষ রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় তার কৃত গুনাহের কারণে, দু'আই কেবলমাত্র তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে আর

নেক কাজই একমাত্র হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২২৩৮৬)

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা আমরা দু'আর গুরুত্ব ও ফজীলত বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা দু'আর সুন্নাত তরিকা এবং দু'আ কবুলের জন্য সহায়ক আমলসমূহ বর্ণনা করব।

দু'আর সুন্নাত ও আদবসমূহ

১। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদের মাধ্যমে দু'আ শুরু করা।

যেমন এভাবে দু'আ শুরু করা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ.

আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী-ন। ওয়াছ ছলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- নাবিয়্যিনা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লিহী- ওয়া ছহবিহী- আজমা'ঈ-ন।

অর্থ: সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাথীবর্গের উপর।

এ হলো হামদ (প্রশংসা) ও সালাতের (দুরূদের) সংক্ষিপ্ত বাক্য। আরো বিস্তারিত ও অনেক ফজীলতপূর্ণ হামদ ও সালাত রয়েছে। যখন সময় বেশি থাকে তখন সেগুলো পড়া উত্তম হবে।

হযরত ফাজালা ইবনে উবায়দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি

এসে নামায পড়ে এভাবে দু'আ করতে লাগল: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি দয়া করো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে মুসল্লী! তুমি তাড়াহুড়া করেছ। তুমি যখন নামায পড়ে বসবে তখন প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে অতঃপর আমার প্রতি দুরূদ পড়বে তারপর দু'আ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আরেকজন লোক এসে নামায পড়ল। আল্লাহর প্রশংসা করল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়ল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে মুসল্লী! তুমি দু'আ করো তোমার দু'আ কবুল করা হবে। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭৬)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ না পড়া পর্যন্ত সকল দু'আ আটকে থাকে । (ত্ববারানী আউসাত, হাদীস: ৪৩৯৯)

এ ছাড়া আসমায়ে হুসনা ও ইসমে আ'যমের মাধ্যমে দু'আ করলেও দু'আ কবুল হয়। যার বিবরণ মূল কিতাবে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

২। উযুর সাথে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৭৬৩)

৩। উভয় হাত সিনা বরাবর সামনে রাখা। হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ১৩১৮, ১৪৮৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব লজ্জাশীল, মহান দাতা। তাঁর বান্দা যখন তাঁর কাছে দু'হাত উঠায় (দু'আ করার জন্য) তখন তিনি তা শূন্য ফেরৎ দিতে লজ্জাবোধ করেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩২৫০)

৪। হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখা।

৫। দু'হাতের মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখা।

৬। মন দিয়ে কাকুতি মিনতি করে দু'আ করা।

৭। প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া।

৮। ইখলাসের সাথে নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে দু'আ সম্মিলিত হলে এবং কারো নামাযে বা ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হলে স্বশব্দে করাও জায়েয।

৯। দু'আর শেষে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করে 'আমীন' বলা। যেমন: সুবহা-না রব্বিকা রব্বিল ইয্যাতি আম্মা- ইয়াছিফু-ন, ওয়া সালা-মুন 'আলাল মুরসালী-ন, ওয়ালহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী-ন। আল্ল-হুম্মা আমী-ন। *(সুরা ছফফাত, আয়াত: ১৮০-১৮২)*

আরবী উচ্চারণ নিম্নরূপ:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنْ

অর্থ: তারা যা দোষারোপ করে তা হতে আপনার প্রতিপালক মহা পবিত্র, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি এবং সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো।

১০। মুনাজাতের পর উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেওয়া।

দু'আ কবুলের বাধাসমূহ

১। শিরকে লিপ্ত হওয়া।

২। কোনো মুসলমানের সাথে কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকা।

৩। মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকা।

৪। পিতা-মাতার নাফরমানিতে লিপ্ত থাকা।

৫। খাদ্য ও লেবাস-পোশাক হারাম হওয়া।

৬। কোন গোনাহের বিষয়ে দু'আ করা।

৭। দু'আ করে কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা। অর্থাৎ একথা বলা যে, আমি অনেক দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হতে দেখলাম না।

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দার দু'আ সর্বদা কবুল হতে থাকে যতক্ষণ সে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না করে বা তাড়াহুড়া না করে। (মুসলিম, হাদীস: ২৭৩৫)

বি. দ্র. দু'আ কবুল হওয়ার অর্থ হচ্ছে, দুনিয়াতেই প্রার্থিত বিষয় লাভ করা বা দু'আর সওয়াব কিয়ামত দিবসের জন্য সঞ্চিত রাখা অথবা কোনো মুসীবত দূর করা অথবা গুনাহ মাফ করে দেওয়া। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৩৮১,৩৬৭৭)

مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ

যাকে দু'আ করার তাওফীক দেয়া হয়, কবুল হওয়ার নিয়ামত থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় না।

–শু'আবুল ঈমান, হাদীস: ৪৫২৮

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকাল সন্ধ্যার আমল ও দু'আ প্রসঙ্গ

সকালের আমল ও দু'আসমূহ সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে ইশরাকের সময় পর্যন্ত পড়া উত্তম।

সন্ধ্যার আমল ও দু'আসমূহ সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের নামাযের সময় থাকা পর্যন্ত পড়া উত্তম।

১। আল্লাহর কাছে পূর্ণ মুখাপেক্ষীতা প্রকাশক দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

আল্ল-হুম্মা বিকা আছবাহনা- ওয়াবিকা আমসাইনা- ওয়াবিকা নাহইয়া- ওয়াবিকা নামূ-তু ওয়া ইলাইকান নুশু-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতে সকালে উপনীত হয়েছি, তোমার রহমতে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, তোমার রহমতে জীবিত থাকি, তোমার ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।

সন্ধ্যায় এভাবে পড়বে

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

আল্ল-হুম্মা বিকা আমসাইনা- ওয়াবিকা আছবাহনা- ওয়াবিকা নাহইয়া- ওয়াবিকা নামূ-তু ওয়া ইলাইকান নুশূ-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, তোমার রহমতে সকালে উপনীত হয়েছি, তোমার রহমতে জীবিত

থাকি, তোমার ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।

ফযীলত: হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ও সন্ধ্যায় উক্ত দু'আ পড়তেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৬৮)

২। নেয়ামতের পরিপূর্ণ শোকর আদায়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ مَآ أَصْبَحَ بِـيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

আল্ল-হুম্মা মা-আছবাহা বী- মিননি'মাতিন ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারী-কা লাক। লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার প্রতি সকালে যে নিয়ামত রয়েছে তা কেবল তোমার পক্ষ থেকেই। তোমার কোনো শরীক নেই। সকল প্রশংসা কেবল তোমার জন্য এবং সকল শোকরও কেবল তোমার জন্য।

বি.দ্র. সকালে পাঠকালে مَا أَصْبَحَ 'মা-*আছবাহা*' আর সন্ধ্যায় পাঠকালে উক্ত স্থানে مَا أَمْسٰى '*মা-আমছা*' পড়তে হবে।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উক্ত দু'আ পাঠ করলো, সে ঐ দিনের সকল নেয়ামতের শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করলো, সে ঐ রাতের সকল নেয়ামতের শোকর আদায় করলো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৭৩)

৩। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

আল্ল-হুম্মা আন্‌তা রব্বী- লা- ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা, খলাক্বতানী- ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্ব'তু, আ'উ-যু বিকা মিন্ শাররি মা ছনা'তু, আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্বী-ফাগফিরলী- ফা ইন্নাহু- লা- ইয়াগফিরুয যুনূ-বা ইল্লা- আন্‌তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর সাধ্যানুযায়ী অটল ও অবিচল রয়েছি। আমি আমার সকল মন্দ কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

ফযীলত: হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ একীন রেখে এ ইস্তিগফারটি দিনের বেলা পড়বে, সে যদি সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ একীন রেখে রাতের বেলায় এ ইস্তিগফারটি পড়বে, সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩০৬)

৪। শাহাদাতের মর্যাদা এবং সত্তর হাজার ফেরেশতার ইস্তিগফার লাভের আমল

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আ'উ-যু বিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজী-ম। (তিনবার)

সূরায়ে হাশরের শেষ ৩ আয়াত: (১বার)

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

হুওয়াল্ল-হুল্লাযী- লা- ইলা-হা ইল্লা-হু। 'আ-লিমুল গইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি হুওয়ার রহমা-নুর রহী-ম। হুওয়াল্ল-হুল্লাযী- লা- ইলা-হা ইল্লা-হু-। আল-মালিকুল কুদ্দু-সুস্ সালা-মুল্ মু'মিনুল মুহাইমিনুল্ 'আযী-যুল জাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বির; সুবহা-নাল্লা-হি 'আম্মা-ইয়ুশরিকূ-ন। হুওয়াল্ল-হুল্ খ-লিকুল বা-রিয়ুল্ মুছওয়্যিরু লাহুল্ আসমা-উল হুসনা-। ইয়ুসাব্বিহু লাহূ- মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ, ওয়াহুওয়াল 'আযী-যুল্ হাকী-ম। (সূরা হাশর, আয়াত: ২২-২৪)

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী; তিনিই পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই বাদশাহ্, মহাপবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে

আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতিদানকারী, তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ; আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকালে তিনবার আ'উ-যু বিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-মি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজী-ম, পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা গুনাহ মাফের দু'আ করবে। আবার সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা গুনাহ মাফের দু'আ করবে এবং সে ঐ দিন মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩০৯০)

৫। সর্বপ্রকার বিপদাপদ হতে হেফাযতের কিছু আমল

❋ সূরায়ে ইখলাস ৩ বার–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝ اَللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ। আল্ল-হুছ ছমাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ। ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ: তুমি বলো, তিনি আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত (কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মও নেন নি। আর তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

❋ সূরায়ে ফালাক্ব ৩ বার–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ° مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ° وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ° وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ° وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ °

কুল আ'উ-যু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন্ শাররি মা- খলাক্ব। ওয়া মিন্ শাররি গ-সিক্বিন ইজা- ওয়াক্বব। ওয়া মিন্ শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল 'উক্বদ। ওয়া মিন্ শাররি হা-ছিদিন ইজা- হাছাদ।

অর্থ: বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার; তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে; অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়; গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

❋ সূরায়ে নাস ৩ বার–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ° مَلِكِ النَّاسِ ° إِلٰهِ النَّاسِ ° مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ° الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ° مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ °

কুল আ'উ-জু বিরব্বিন্না-ছ, মালিকিন্না-ছ, ইলা-হিন্না-ছ, মিন্ শাররিল ওয়াস ওয়া-ছিল খন্না-ছ, আল্লাজী- ইউ ওয়াছবিছু ফী- ছুদূ-রিন্না-ছ, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-ছ।

অর্থ: বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার; মানুষের বাদশার, মানুষের মাবুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. কে বলেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও

নাস তিনবার করে পাঠ করো; তাহলে সূরা তিনটি তোমার সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সকল বিপদ-আপদ থেকে হেফাজতের জন্য অথবা সকল দু'আ-দুরূদ ও ওজীফার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৮৪)

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

✵ বিসমিল্লা-হিল্লাযী- লা- ইয়াদুররু মা'আস্‌মিহী- শাইউন্ ফিল আরদ্বি ওয়ালা-ফিস সামা-য়ি ওয়াহুওয়াস সামি-'উল 'আলী-ম।

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার নামের উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি। যার নামের সাথে থাকা অবস্থায় আসমান ও যমীনের কোনো কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ ৩ বার পড়বে কোনো কিছু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৪৭)

بِسْمِ اللهِ عَلٰى دِيْنِـيْ وَنَفْسِيْ، وَوَلَدِيْ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ

✵ বিসমিল্লা-হি 'আলা- দ্বী-নী- ওয়া নাফসী- ওয়া ওয়ালাদী- ওয়া আহলী- ওয়া মা-লী-।

অর্থ: আমি আল্লাহর নামে সাহায্য চাচ্ছি আমার দীন, আমার জীবন, আমার সন্তান এবং পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য।

ফযীলত: সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ পাঠ করলে জীবন, দীন ও পরিবার-পরিজন সকল প্রকার ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকবে। *(কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৪৯৫৮)*

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

❋ *আ'উ-যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিনশার্‌রি মা-খলাক্ব।*

অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ) কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ফযীলত: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে আমাকে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু দংশন করেছে। তিনি ইরশাদ করলেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এই দু'আ ৩ বার পাঠ করতে তাহলে সে তোমাকে কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারতো না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭০৯)

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে গিয়ে এই দু'আ পাঠ করবে, সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৩৭)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ ، اللَّهُمَّ اُسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَّمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

❋ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকাল 'আ-ফিয়াতা ফী- দ্বী-নী- ওয়া দুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী- ওয়া মা-লী- আল্ল-হুম্মাসতুর 'আউরা-তী- ওয়া আ-মিন রও'আ-তী- ওয়াহফাযনী- মিমঁ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খলফী- ওয়া 'আইঁইয়ামী-নী- ওয়া 'আন্ শিমা-লী- ওয়া মিন্ ফাউক্বী- ওয়া আ'উযু বি'আযমাতিকা আন উগতা-লা মিন্ তাহতী-*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দীনের, দুনিয়ার, পরিবারের এবং সম্পদের নিরাপত্তা চাই । হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষসমূহ গোপন রাখো এবং ভীতিকর বিষয়সমূহ হতে আমাকে

নিরাপদ রাখো এবং আমাকে হেফাজত করো সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে, উপর থেকে এবং আমি তোমার বড়ত্বের আশ্রয় চাই নিচের দিক হতে আকস্মিক ধ্বংস হওয়া থেকে।

ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সকাল ও বিকালে উল্লেখিত দু'আ পড়তেন। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ১০৪০১)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

আল্ল-হুম্মা আন্‌তা রব্বী- লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্‌তা রব্বুল 'আরশিল কারী-ম। মা-শা-আল্ল-হু কা-না ওয়ামা- লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন, ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা-কুও্ওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম। আ'লামু আন্নাল্ল-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদী-র। ওয়া আন্নাল্ল-হা ক্বদ্ আহা-ত্ব বিকুল্লি শাইয়িন 'ইল্‌মা-। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উ-যু বিকা মিন্ শার্‌রি নাফসী- ওয়ামিন্ শার্‌রি কুল্লি দা-ব্বাতিন আন্‌তা আ-খিযুম বিনা-ছিয়াতিহা- ইন্না রব্বী- 'আলা- ছির-তিম মুস্‌তাকী-ম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। একমাত্র তোমার উপরই ভরসা করছি। তুমিই মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না। অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করার কারো ক্ষমতা নেই সুমহান সুউচ্চ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ সবকিছু জানেন।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নিজের নফসের অনিষ্ট থেকে এবং এমন সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে। নিশ্চয় আমার রব সঠিক পথে রয়েছেন।

ফযীলত: হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে সে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৩৫৮৩)

৬। জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

আল্ল-হুম্মা আজিরনী- মিনান না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো।

ফযীলত: যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পর এই দু'আ ৭ বার করে পাঠ করবে সে ঐ দিনে বা রাতে মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯৪)

৭। কঠিন কঠিন রোগ থেকে মুক্তির আমল

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযী-ম ওয়া-বিহামদিহী-। ওয়ালা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ: মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়।

ফযীলত: দৈনিক ফজরের পর এ দু'আ পাঠের বরকতে চারটি ব্যাধি হতে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত থাকবে: কুষ্ঠ রোগ, পাগলামী, অন্ধ হওয়া ও প্যারালাইসিস। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৩৫২১)

৮। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের দু'আ

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

রদ্বী-তু বিল্লা-হি রব্বাউঁ ওয়া বিল ইসলা-মি দী-নাউঁ ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা-।

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ ৩ বার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করে দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১৮৯৬৮)

৯। জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার লাভের দু'আ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা- হিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম।

অর্থ: অসৎ কাজ থেকে বাঁচা এবং সৎ কাজ করার কারো ক্ষমতা নেই সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া।

ফায়দা : হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার পরম বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসিয়ত করেছেন বেশি বেশি এই দু'আটি পাঠ করার জন্য, কেননা, এটি জান্নাতের রত্নভাণ্ডার সমূহের অন্যতম একটি। (ত্ববারানী ছগীর, হাদীস: ৭৫৮)

১০। সারা দিন শয়তান থেকে হেফাজতের দু'আ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু- লা- শারী-কালাহু- লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইইন্ ক্বদী-র।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য। তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। সকল বিষয়ের উপর তিনি ক্ষমতাবান।

ফযীলত: সকাল বেলা যে ব্যক্তি এ দু'আটি ১০বার পাঠ করবে তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে, দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ হবে এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। এটি সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা দু'আটি পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে অনুরূপ সওয়াব পাবে। – সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৮০

১১। নিজের সকল অবস্থা সংশোধনের দু'আ

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

ইয়া- হাইয়্যু ইয়া- ক্বইয়্যু-মু বিরহ্মাতিকা আস্তাগী-ছ। আছলিহ লী- শা'নী- কুল্লাহ, ওয়ালা- তাকিলনী- ইলা- নাফসী- ত্বরফাতা 'আইন।

অর্থ: হে চিরঞ্জীব! সকল বস্তুর ধারক! আমি তোমার রহমতের সাহায্য প্রার্থনা করছি। তুমি আমার সকল বিষয় সংশোধন করে দাও। আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নফসের কাছে সোপর্দ করো না।

ফযীলত: হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রা.-কে বলেন, তুমি সকাল সন্ধ্যা এ দু'আ পাঠ করবে। আমার এ অসিয়ত পালনে কোনো কিছুই যেনো তোমার সামনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। [মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ২০০০]

১২। শিরক ও রিয়া থেকে হেফাজতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَالَا أَعْلَمُ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা-লা- আ'লাম।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শরীক করা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আর যে বিষয় আমি জানিনা তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে বলেন, তুমি সকাল সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়লে সর্বপ্রকার শিরক থেকে হেফাজতে থাকবে। (কানযুল উম্মাল, ২/৮১৬)

১৩। দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অলসতা, অক্ষমতা থেকে হেফাজত ও ঋণ মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ العَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخْلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

❋ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী-আ'উ-যুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি, ওয়া আ'উ-যুবিকা মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসালি ওয়া আ'উ-যুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আ'উ-যুবিকা মিন গলাবাতিদ্ দাইনি ওয়া ক্বহরির রিজা-ল।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, আরো আশ্রয় চাচ্ছি ঋণ প্রবল হওয়া ও মানুষের কঠোর আচরণ থেকে।

ফযীলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান ও ঋণগ্রস্ত সাহাবী হযরত আবু উমামা রা.কে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা শিক্ষা দিবো না যা বললে আল্লাহ তোমার পেরেশানী দূর করবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন? তুমি সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত দু'আ পড়বে। সাহাবী বলেন, এ আমলের পর আল্লাহ পাক আমার পেরেশানী দূর করে দিলেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ১৫৫৭)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

আল্ল-হুম্মাক ফিনী- বি হালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী- বিফাযলিকা 'আমমান্ সিওয়া-ক।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে তোমার প্রদত্ত হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করো এবং অনুগ্রহ করে তুমি ব্যতীত অন্যের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করো।

ফযীলত: উক্ত দু'আ সম্পর্কে হযরত আলী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কিছু কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন যেগুলো পড়লে (ইয়ামানের) ছীর পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা'আলা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৬৩)

১৪। সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হওয়ার আমল

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

হাস্‌বিয়াল্ল-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযী-ম। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৯)

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি, আর তিনি মহান আরশের অধিপতি।

ফযীলত: হযরত আবু দারদা রা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ ৭ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যিম্মাদার হবেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৮৩)

১৫। কঠিন বিপদাপদ, হতভাগা হওয়া, তাকদীরের অকল্যাণ এবং শত্রুর আনন্দিত হওয়া থেকে হেফাজতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّـيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা মিন্ জাহ্দিল বালা-ই ওয়া দারকিশ শাক্বা-ই ওয়া ছূ-ইল ক্বদ্বা-ই ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-ই।

অর্থ: হে আল্লাহ! কঠিন বিপদাপদ থেকে, হতভাগা হওয়া থেকে, তাকদীরের (ভাগ্যলিপি) অকল্যাণ থেকে এবং শত্রুর আনন্দিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এসব বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন (তাই আমাদেরও পানাহ চাওয়া জরুরী)। (সহীহ বুখারী: হাদীস: ৫৯৮৭)

১৬। কয়েক ঘণ্টা একাধারে নফল ইবাদতের সওয়াব লাভের হামদ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্দিহী- 'আদাদা খল্ক্বিহী- ওয়া রিদ্ব-নাফ্ছিহী- ওয়া যিনাতা 'আরশিহী- ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ।

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর গুণাবলীর কথা লেখার কালি পরিমাণ।

ফযীলত: যে ব্যক্তি এই কালিমাগুলো তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় লাগাতার কয়েক ঘণ্টা ইবাদতের সওয়াব লিখে দিবেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় আমার ঘর হতে বের হলেন, তখন আমি বিছানায় বসে তাসবীহ-তাহলীল পড়ছিলাম। তিনি চাশতের নামায আদায় করে এসে আমাকে ঐ অবস্থায় বসা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, এখনো তুমি সেই অবস্থায়-ই আছো? আমি বললাম, হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার নিকট হতে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার বলেছি। তুমি ভোর হতে এ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো তার সাথে যদি এ চারটি কালিমাকে ওজন করা হয়, তাহলে এ চারটি কালিমার ওজন বেশী হবে। কালিমা চারটি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

সুব্‌হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী- 'আদাদা খল্‌ক্বিহী- ওয়া রিদ্ব-নাফ্‌ছিহী- ওয়া যিনাতা 'আরশিহী- ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭২৬)

১৭। একশত নফল হজ্জের সওয়াবের আমল

سُبْحَانَ اللَّهِ সুবহা-নাল্ল-হ (আল্লাহ পূত-পবিত্র) ১০০ বার।

ফযীলত: একশত নফল হজ্জের সওয়াব হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদুলিল্লা-হ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) ১০০ বার।

ফযীলত: জিহাদের উদ্দেশ্যে ১০০ ঘোড়া দান করার সওয়াব হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই) ১০০ বার।

ফযীলত: হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশের ১০০ গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

اَللهُ أَكْبَرُ আল্ল-হু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) ১০০ বার।

ফযীলত: সে ঐ দিন এত পরিমাণ নেকী অর্জন করবে যা অন্য কেউ অর্জন করতে পারবে না। তবে যে তার মত এই আমল বা এর চেয়েও বেশি আমল করবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

* দৈনিক সকালে ঃ সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্দিহী- ১০০ বার, সন্ধ্যায় ঃ সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্দিহী- ১০০ বার পাঠ করলে সমূদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি গুনাহও আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৩৬)

১৮। যে কোনো দুরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০ বার

ফযীলত: হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় আমার উপর ১০বার করে দুরূদ শরীফ পড়বে সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৬৩)

* অপর এক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ১বার দুরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত নাযিল করবেন, ১০টি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (নাসায়ী সুনানে কুবরা, হাদীস: ৯৮৯০)

নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দুরূদ শরীফ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলা- আ-লিহী- ওয়া সাল্লিম্ তাস্লী-মা- ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি উম্মি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও প্রভূত শান্তি বর্ষণ করো।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া আন্যিল্হুল মাক্'আদাল মুকর্রবা 'ইংদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৪১০৮, ত্ববারানী:৪৩৫৪)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করো এবং কিয়ামত দিবসে তাঁকে তোমার নিকটতম আসনে সমাসীন করো।

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

❋ *ছল্লাল্ল-হু 'আলান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।*

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

❋ *ছল্লাল্ল-হু আ'লা মুহাম্মাদিন ছল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।*

অর্থ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর উপর আল্লাহর রহম ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১৯। ছুটে যাওয়া আমলসমূহের বরকত লাভের আমল

فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

ফাসুব্হা-নাল্ল-হি হী-না তুমছু-না ওয়া হী-না তুছবিহু-ন। ওয়া লাহুল হাম্দু ফিস্সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়া 'আশিয়্যাওঁ ওয়া হী-না তুয্হিরূ-ন। ইয়ুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইয়ুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি। ওয়া ইউহইল আরদ্ব বা'দা মাওতিহা- ওয়া কাযা-লিকা তুখ্রজূ-ন। (সূরা রুম, আয়াত: ১৭-১৯)

অর্থ: সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে, আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। তিনি জীবিতদের বের করে আনেন মৃতদের থেকে আর মৃতদের বের করে

আনেন জীবিতদের থেকে, আর ভূখণ্ডকে তিনি সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।

ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা উক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করবে, সে ঐ দিনের ছুটে যাওয়া আমলগুলোর বরকত ও কল্যাণ লাভ করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সেও ঐ রাতের ছুটে যাওয়া আমলগুলোর কল্যাণ ও বরকত লাভ করবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৭৬)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফরজ নামাযের পরের আমল ও দু'আ প্রসঙ্গ

১নং দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

আস্তাগফিরুল্ল-হ, আস্তাগফিরুল্ল-হ, আস্তাগফিরুল্ল-হ

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আল্ল-হুম্মা আন্‌তাস্ সালা-ম ওয়া মিনকাস্ সালা-ম তাবা-রক্‌তা ইয়া- যালজালা-লি ওয়াল ইক্‌র-ম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিদাতা। একমাত্র তোমার নিকট থেকেই শান্তি পাওয়া যায়। তুমি বরকতময় হে মহাপরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী!

ফযীলত: হযরত ছাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন ৩বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলার পর এই দু'আ পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৫৯১)

২নং দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

আল্ল-হুম্মা আ'ইন্নী- 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদতের ব্যাপারে সাহায্য করো।

ফযীলত: হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বলেছেন, হে মু'আয! আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি কখনো প্রতি নামাযের পর এই দু'আ ছাড়বে না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২২)

৩নং দু'আ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু- লা- শারী-কালাহু- লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদী-র। আল্ল-হুম্মা লা-মা-নি'য়া লিমা- আ'ত্বইতা, ওয়ালা- মু'তিয়া লিমা- মানা'তা, ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল্ জাদ্দ।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য। তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। সকল বিষয়ের উপর তিনি ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও তাতে কেউ বাঁধা দিতে পারে না, আর তুমি যাতে বাঁধা দাও, তা কেউ দিতে পারে না এবং কোনো মর্যাদাশালীকে তার মর্যাদা তোমার থেকে উপকার পৌঁছাতে পারে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৩৬৬)

৪নং দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

আল্ল-হুম্মা ইন্নী-আ'উ-যুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বাবর, ওয়া মিন্ ফিতনাতিল মাসী-হিদ দাজ্জা-ল, ওয়া মিন্ ফিতনাতিল মাহইয়া- ওয়াল মামা-ত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, কানা দাজ্জালের ফেতনা থেকে এবং হায়াত ও মওতের যাবতীয় ফেতনা থেকে।

ফযীলত: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ পড়ে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চেয়ে উল্লিখিত দু'আ পড়ে। (সহীহ মুসলিম, ১/২১৭)

বি:দ্র: উক্ত দু'আ সালাম ফিরানোর পূর্বেও পড়া যায় এবং পরেও পড়া যায়।

৫নং দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যু বিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'উ-যুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উ-যুবিকা আন উরাদ্দা ইলা- আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'উ-যু বিকা মিন্ ফিতনাতিদ দুন্ইয়া- ওয়া আ'উ-যু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুর্বলতম বয়সে উপনীত হওয়া থেকে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফেতনা থেকে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩৭০)

৬নং দু'আ

আয়াতুল কুরসী (সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পর)

اَللهُ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

আল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যু-ম, লা-তা'খুযুহু- সিনাতুওঁ ওয়ালা- নাউম, লাহু- মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ্ব, মান যাল্লাযি- ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহু- ইল্লা- বিইযনিহ, ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদী-হিম ওয়ামা-খলফাহুম, ওয়ালা-ইয়ুহী-তূ-না বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহি- ইল্লা- বিমা- শা-আ ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ওয়ালা- ইয়ায়ূ-দুহু-হিফযুহুমা- ওয়াহুওয়াল 'আলিয়্যুল 'আযী-ম। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৫)

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তাদের সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কিছুই জানে না, যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর

রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই বেহেশতে প্রবেশ করবে।) –নাসাঈ, সুনানে কুবরা, হাদীস: ৯৯২৮

বিঃ দ্রঃ লম্বা দু'আসমূহ ফরজ নামাজের পর সুন্নত থাকলে সুন্নতের পরে পড়া উত্তম।

৭নং দু'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ *সুবহা-নাল্ল-হ (আল্লাহ পূত-পবিত্র)* ৩৩ *বার,*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *আলহামদুলিল্লা-হ (সকল প্রশংসা আল্লাহর)* ৩৩ *বার*

اَللّٰهُ أَكْبَرُ *আল্ল-হু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)* ৩৩ *বার*

অতঃপর ১বার

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহু- লা-শারী-কা লাহু- লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদী-র।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ফযীলত: হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সুবহা-

নাল্ল-হ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লা-হ ৩৩ বার, আল্ল-হু আকবার ৩৩ বার এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ১বার পড়ে ১০০শত পূর্ণ করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৩৮০)

বি. দ্র.

সুবহা-নাল্ল-হ (আল্লাহ পূত-পবিত্র) ৩৩ বার,

আলহামদুলিল্লা-হ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩ বার

আল্ল-হু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) ৩৪ বার

এভাবে পড়ার কথাও হাদীসে রয়েছে। এর ফজীলত নিম্নরূপ:

হযরত কা'ব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের পর কিছু আমল এমন রয়েছে, যেগুলোর আমলকারী বঞ্চিত হয় না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৩৭৭)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাপক অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ দু'আ প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ: হামদ ও সালাত

মহান রব্বুল আলামীন বান্দার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। বান্দার জন্য তাঁর রহমতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন, না চাইলে অসন্তুষ্ট হন। তাই তিনি নিজেই বান্দাকে শিখিয়েছেন যে, সে আল্লাহর কাছে কী প্রার্থনা করবে, কীভাবে প্রার্থনা করবে, কোন ভাষা ব্যবহার করবে? যার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। তা থেকে নির্বাচিত কিছু দু'আ এখানে উল্লেখ করা হল।

দু'আর শুরুতে যেহেতু হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও সালাত (দুরূদ শরীফ) থাকা সুন্নাত তাই নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হামদ ও সালাত উল্লেখ করা হল।

১নং হামদ (আল্লাহ তা'আলার প্রশংসামূলক বাক্য)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ

আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী-ন, ওয়াছ ছলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা-সায়্যিদিল মুরসালী-ন ওয়া 'আলা আ-লিহী- ওয়া ছহবিহী- আজমা'ঈ-ন।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের সর্দারের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীগণের উপর।

২নং হামদ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী- সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযী-ম।

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

ফযীলত: উপরোক্ত কালিমা দু'টি যবানে উচ্চারণ করতে সহজ, কিয়ামত দিবসে ওজনে ভারী, করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রিয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫৬৩)

৩নং হামদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

সুবহা-নাল্ল-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার।

অর্থ: আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সবচেয়ে বড়।

ফযীলত: (ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত ৪টি বাক্য সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি, এর যে কোনো কালিমা দিয়ে তুমি শুরু করো তাতে কোন অসুবিধা নেই। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২১৩৭)

(খ) তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, এই বাক্যগুলো আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া সূর্য যে সমস্ত জিনিসের উপর উদিত হয়, সেই সমুদয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। (অর্থাৎ দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এই বাক্যগুলো আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অধিকতর প্রিয়) (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭০২২)

৪নং হামদ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

ইয়া- রব্বি লাকাল হাম্‌দু কামা- ইয়ামবাগী- লিজালা-লি ওয়াজহিকা ওয়া লি'আযী-মি সুলত্ব-নিক।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্য, তোমার মহান সত্তা এবং সুবিশাল রাজত্বের জন্য যেমন প্রশংসা উপযুক্ত।

ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর কোনো এক বান্দা উপরোক্ত কালিমাগুলো পাঠ করলে দু'জন ফেরেশতা তার সওয়াব লেখা কঠিন মনে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে বলল– হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার এক বান্দা এই কালিমাগুলো পড়েছে, আমরা তার সওয়াব কীভাবে লিখব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, বান্দা যা বলেছে তাই লিখে রাখো, আমার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি নিজে তার পুরস্কার দিব। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৮০১)

কয়েক ঘণ্টা একাধারে নফল ইবাদতের সওয়াব লাভের হামদ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

সুব্‌হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী- 'আদাদা খল্‌ক্বিহী- ওয়া রিদ্ব-নাফ্‌ছিহী- ওয়া যিনাতা 'আরশিহী- ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ।

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর গুণাবলীর কথা লেখার কালি পরিমাণ।

ফযীলত: যে ব্যক্তি এই কালিমাগুলো তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় লাগাতার কয়েক ঘণ্টা ইবাদতের সওয়াব লিখে দিবেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭২৬)

দুরূদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- ছল্লাইতা 'আলা- ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবর-হী-ম, ইন্নাকা হামী-দুম মাজী-দ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- বা-রকতা 'আলা- ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবর-হী-ম, ইন্নাকা হামী-দুম মাজী-দ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমন রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত নাযিল করো যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

ফযীলত: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন, আমার সাথে হযরত কা'ব ইবনে উজরা রা. এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিয়া দিবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? আমি বললাম, হ্যা আমাকে সেই হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করার বিষয়টি তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিন্তু আমরা আপনার ও

আপনার পরিবারবর্গের উপর দুরূদ কীভাবে পাঠাবো? (উত্তরে) তিনি উপরোক্ত দুরূদটি পড়তে বললেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৯৭০)

শাফায়াত ওয়াজিব হওয়ার দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া আন্‌যিল্‌হুল মাক্ব'আদাল মুক্বর্‌রবা 'ইন্‌দাকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করো এবং কিয়ামত দিবসে তাঁকে তোমার নিকটতম আসনে সমাসীন করো।

ফযীলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি উক্ত দুরূদ পাঠ করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৪১০৮, ত্বাবারানী: হাদীস ৪৩৫৪)

ইসমে আযমের উসীলায় দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ.

❋ *আল্ল-হুম্মা ইন্নি-আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদ, লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তাল মান্না-ন, বাদী-'উস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ, ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইকর-ম, ইয়া- হাইয়্যু ইয়া- ক্বইয়্যূ-মু আসআলুক।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এ কারণে যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই; তুমি অতি দয়ালু, আসমান ও জমিনের অপূর্ব স্রষ্টা। হে মহত্ত্ব ও সম্মানের

অধিকারী! হে চিরঞ্জীব, হে প্রতিষ্ঠাতা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

ফযীলত: হযরত আনাছ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলেন, তখন পাশে এক ব্যক্তি নামাযরত ছিল। নামাযান্তে লোকটি এই দু'আটি পড়ে দু'আ করেছিল। আল্লাহর রাসূল তা শুনে বললেন, সে ঐ ইসমে আযম দ্বারা আল্লাহর নিকট দু'আ করল যে ইসমে আযম দ্বারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করেন। –সুনানে আবু দাঊদ, হাদীস ১৪৯৫

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ

❋ *আল্ল-হম্মা ইন্নী-আসআলুকা বিআন্নী-আশহাদু আন্নাকা আন্‌তাল্ল-হ, লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তাল আহাদুছ ছমাদুল্লাযী- লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে একথার সাক্ষ্য দেওয়ার উসীলায় প্রার্থনা করছি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি এমন একক ও অমুখাপেক্ষী সত্তা, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং যাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি আর যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

ফযীলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপরোক্ত ভাষায় দু'আ করতে শুনে বললেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় সে আল্লাহর এমন নামের উসীলায় দু'আ করেছে, যে নামের উসীলায় দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে দান করেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭৫)

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের উসীলায় দু'আ

يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِيْنَ، وَيَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنَ، وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

❋ *ইয়া- আউওয়ালাল আউওয়ালী-ন, ওয়া ইয়া-আ-খিরল আ-খিরী-ন, ওয়া ইয়া-যাল কুওওয়াতিল মাতী-ন, ওয়া ইয়া- র-হিমাল মাসা-কী-ন, ওয়া ইয়া- আরহামার র-হিমী-ন।* (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ১৬৬৮১)

অর্থ: হে অনাদি সত্তা! হে অনন্ত সত্তা! হে মজবুত শক্তির অধিকারী মহান সত্তা! হে অসহায়দের প্রতি দয়াপ্রদর্শনকারী! হে সর্বাধিক দয়ালু!

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

❋ *ইয়া-আরহামার র-হিমী-ন। ইয়া-আরহামার র-হিমী-ন। ইয়া-আরহামার র-হিমী-ন।*

অর্থ: হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়! (৩বার)

ফযীলত: হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ বলে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। এই দু'আ তিনবার পড়লে ফেরেশতা বলেন, নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, সুতরাং তুমি চাও। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৯৯৬)

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

❋ *ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌র-ম।*

অর্থ: হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী!

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপরোক্ত কথাটি বলতে শুনে তাকে বললেন– তুমি চাও, তোমার দু'আ কবুল করা হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫২৭)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

❋ *ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-কইয়্যু-ম, বিরহমাতিকা আস্তাগী-ছ।*

অর্থ: হে চিরঞ্জীব! সকল বস্তুর ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে এই দু'আ পাঠ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৮৭৫)

একটি ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

আল্ল-হুম্মাগ ফিরলী- ওয়ার হামনী-, আস্তাগফিরুল্ল-হ আস্তাগফিরুল্ল-হ আস্তাগফিরুল্ল-হ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআন থেকে সংগৃহীত দু'আ প্রসঙ্গ

গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং রহমত লাভের দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

❋ *রব্বানা-যলামনা-আন্‌ফুসানা-ওয়াইললাম তাগফিরলানা- ওয়া তারহামনা- লানাকূ-নান্না মিনাল খ-সিরী-ন।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। যদি তুমি ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব। (সূরা 'আরাফ, আয়াত: ২৩)

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

❋ *রব্বানা- ইন্নানা- সামি'না- মুনাদিয়াইঁ ইয়ূনা-দী- লিল ঈ-মা-নি আন আ-মিনূ- বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না- রব্বানা- ফাগফিরলানা- যুনূ-বানা- ওয়াকাফফির 'আন্না- সায়্যিআ-তিনা- ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা- মা'আল আবর-র।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছি (এই বলে যে,) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করো এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও আর নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৯৩)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

❋ *রব্বানা- লা-তুআ-খিযনা- ইন নাসী-না- আউ আখত্ব'না- রব্বানা- ওয়ালা- তাহমিল 'আলাইনা- ইছরন্ কামা- হামালতাহু- 'আলাল্লাযী-না মিন্ ক্ববলিনা- রব্বানা- ওয়ালা- তুহাম্মিলনা- মা-লা-ত্ব-ক্বতা লানা- বিহ, ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগফিরলানা- ওয়ারহামনা- আন্তা মাওলা-না- ফান্ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরী-ন।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের উপর এমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করো না যেমন দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার-বোঝা আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

❋ *রব্বানাগফিরলানা-ওয়ালিইখওয়া-নিনাল্লাযী-না সাবাকূ-না বিল ঈ-মা-ন, ওয়ালা- তাজ'আল ফী- কুলূ-বিনা- গিল্লাল লিল্লাযী-না আ-মানূ- রব্বানা- ইন্নাকা রঊ-ফুর রহী-ম।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের

অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি দয়ালু ও পরম করুণাময়। (সূরা হাশর, আয়াত: ১০)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

❋ *রব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্‌তা খয়রুর র-হিমী-ন।*

অর্থ: হে আমার প্রভু! ক্ষমা করো, আর দয়া করো। কেননা তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা মুমিনূন আয়াত:১১৮)*

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের দু'আ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

❋ *রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ দুনইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান না-র।*

অর্থ: হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। *(সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ২০১)*

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

❋*রব্বি ইন্নী- লিমা- আন্‌যালতা ইলাইয়্যা মিন খইরিন্ ফাক্বী-র।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার উপর যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে আমি তার প্রতি মুখাপেক্ষী। (সূরা ক্বাসাস, আয়াত: ২৪)

হেদায়েত লাভ এবং পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার দু'আ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝

ইহদিনাছ্ ছির-ত্বল মুস্তাকী-ম। ছির-ত্বল্লাযী-না আন'আমতা 'আলাইহিম গইরিল মাগদূ-বি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-ল্লী-ন।

অর্থ: তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা তোমার ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ফাতেহা, আয়াত: ৫, ৬, ৭)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

❋ *রব্বানা- লা-তুযিগ কূলূ-বানা- বা'দা ইয হাদাইতানা- ওয়াহাবলানা- মিল লাদুন্কা রহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হা-ব।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিওনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করো। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৮)

নেককার স্ত্রী ও সন্তান লাভের কিছু দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

❋ *রব্বানা- হাবলানা- মিন আযওয়া-জিনা- ওয়া যুর রিয়্যা-তিনা- কুর রতা আ 'ইয়ুনিওঁ ওয়াজ'আলনা- লিল মুত্তাক্বী-না ইমা-মা-।* (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪)

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো যারা হবে আমাদের চক্ষু শীতলকারী এবং আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

❋ *রব্বি হাবলী- মিল লাদুন্‌কা যুররিইয়্যাতান্ ত্বইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামী'উদ্ দু'আ-।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩৮)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

❋ *রব্বিজ্'আলনী- মুকী-মাচ্ছলা-তি ওয়ামিন্ যুররিইয়্যাতী- রব্বানা- ওয়াতাক্বব্বাল দু'আ-।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করো এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি দু'আ কবুল করো। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

❋ *রব্বি হাবলী- মিনাছছ-লিহী-ন।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নেক সন্তান দান করো। (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১০০)

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

❋ *রব্বি লা-তাযারনী- ফারদাওঁ ওয়া আন্‌তা খইরুল ওয়ারিছী-ন।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিশ। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৯)

নেয়ামতের শোকর আদায় এবং নেককারদের দলভূক্ত হওয়ার দু'আ

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.

রব্বি আওযি'নী- আন্‌আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী-আন্‌'আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়াআন আ'মালা ছ-লিহান্ তারদ্ব-হ্, ওয়া আদ্‌খিল্‌নী- বিরহ্‌মাতিকা ফী- ইবা-দিকাছ্ ছ-লিহী-ন।

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। (সূরা নামল, আয়াত: ১৯)

শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ° وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ °

রব্বি আ'উ-যুবিকা মিন হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বী-ন, ওয়া আ'উ-যুবিকা রব্বি আইঁ ইয়াহদ্বুরু-ন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ৯৭)

যালেম ও কাফেরদের অত্যাচার হতে হেফাজতের দু'আ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

❋ *রব্বানা- 'আলাইকা তাওয়াক্কালনা- ওয়াইলাইকা আনাবনা- ওয়াইলাইকাল মাছী-র। রব্বানা-লা-তাজ'আলনা- ফিতনাতাল লিল্লাযী-না কাফারু- ওয়াগফিরলানা- রব্বানা ইন্নাকা আন্‌তাল 'আযী-যুল হাকী-ম।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি এবং তোমারই অভিমুখী হয়েছি আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪,৫)

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

❋ *রব্বি-নাজ্জিনী- মিনাল ক্বওমিয্ য-লিমী-ন।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালেম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করো। (সূরা ক্বাসাস, আয়াত: ২১)

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ.

❋ *রব্বিন্ ছুরনী-'আলাল ক্বওমিল মুফসিদী-ন।*

হে আমার প্রতিপালক! বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ৩০)

رَبِّ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ.

❋ *রব্বি ইন্নী- মাগলূ-বুন ফান্‌তাছির।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমি পরাভূত, অতএব তুমি (জালিমদের থেকে) প্রতিশোধ গ্রহণ করো। (সূরা ক্বমার, আয়াত: ১০)

পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

❋ *রব্বানাগ্ ফির্লী- ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়্যা ওয়ালিল্ মু'মিনী-না ইয়াউমা ইয়াকু-মুল হিসা-ব।*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করো। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪১)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

❋ *রব্বিরহাম হুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী- ছগী-রা-।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি ঐরূপ দয়া করো যেরূপ দয়া করে তাঁরা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৪)

ইলম বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর হওয়ার দু'আ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

❋ *রব্বি-যিদ্নী-ইলমা-।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বহা, আয়াত: ১১৪)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ° وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ° وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ° يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

❋ *রব্বিশ্ রহলী- ছদরী- ওয়াইয়াস্সিরলী- আমরী- ওয়াহলুল 'উক্বদাতাম মিল লিসা-নী- ইয়াফক্বহু- ক্বওলী-।*

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বহা, আয়াত: ২৫-২৮)

বিপদ থেকে মুক্তি ও রোগ আরোগ্যের দু'আ

لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

❋ *লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী-কুন্তু মিনায্ য-লিমী-ন।*

অর্থ: তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি তো সীমালংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭)

(হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেট হতে মুক্তির জন্য উক্ত দু'আ করেছিলেন)

رَبِّ اِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

❋ *রব্বি ইন্নী-মাস্‌সানিয়াদ্দুররু ওয়াআন্‌তা আরহামুর র-হিমী-ন।*

অর্থ: আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (সুতরাং তুমি দয়া করে আমার দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩)

(হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে উক্ত দু'আ করেছিলেন)

পূর্ণ নূর হাসিলের দু'আ

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

রব্বানা- আতমিম লানা- নূ-রনা- ওয়াগফির লানা- ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদী-র।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাহরীম, আয়াত: ৮)

ঈমানের সাথে মৃত্যু ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দু'আ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর পূর্বে এই দু'আ করেছিলেন-

فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ.

ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি আন্‌তা ওয়ালিয়্যী- ফিদ্ দুন্‌ইয়া-ওয়াল আ-খিরহ, তাওয়াফ্‌ফানী-মুসলিমাওঁ ওয়াআলহিক্বনী-বিছ্‌ছ-লিহী-ন।

অর্থ: হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০১)

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

রব্বানা- ফাগফিরলানা- যুনূ-বানা- ওয়াকাফফির 'আন্না- সায়্যিআ-তিনা- ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা- মা'আল আবর-র।

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করো এবং নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৯৩)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস শরীফ থেকে সংগৃহীত দু'আ প্রসঙ্গ

মাগফিরাত, রহমত, হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

✵ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আস আলুকাল হুদা- ওয়াত্তুক্ব- ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গিনা- ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, খোদাভীতি, পবিত্রতা এবং স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭২১)

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ

✵ *আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী- ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

✵ *আল্ল-হুম্মাগফিরলী- ওয়ারহামনী- ওয়াহদিনী- ওয়া'আ-ফিনী- ওয়ারযুক্বনী- ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখ এবং আমাকে রিযিক দান করো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭০২৫)

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِيْ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

✵ *আল্ল-হুম্মা আ-তিনী- আফযলা মা-তু'তী- 'ইবা-দাকাছ ছ-লিহী-ন।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে যা দান করো আমাকে তার সর্বোত্তমটি দান করো। (নাসায়ী সুনানে কুবরা, হাদীস: ৯৯২১)

হিসাব সহজ হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْـرًا.

আল্ল-হুম্মা হা-সিবনী- হিসা-বাইঁ ইয়াসী-রা- ।

হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করে দাও। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ৮৭২৭)

দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

✵ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকাল 'আ-ফিয়াতা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আ-খিরহ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাই। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৪৮৮)

اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ.

✵ *আল্ল-হুম্মা ওয়া- ক্বিয়াতান্ কা ওয়া-ক্বিয়াতিল ওয়ালী-দ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! নবজাতককে হেফাজত করার মত (আমাদেরকে) হেফাজত করো। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৩৬৭৮)

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا.

❋ *আল্ল-হুম্মাস্‌তুর 'আওর-তিনা- ওয়া আ-মিন রওআ'-তিনা- ।*

অর্থ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের গোপন বিষয়াবলী গোপন রাখ এবং আমাদের ভীতিকর বিষয়াবলী থেকে নিরাপত্তা প্রদান করো।

ফযীলত: এই দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ শত্রুর মোকাবেলায় বিজয় দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১০৯৯৬)

নফসের পরিশুদ্ধতা ও তাকওয়া হাসিলের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

আল্ল-হুম্মা আ-তি- নাফসী- তাক্বওয়া-হা- ওয়া যাককিহা- আন্‌তা খইরু মান্ যাককাহা- আন্‌তা ওয়ালিয়্যুহা- ওয়া মাওলা-হা- ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসকে তাক্বওয়া (আল্লাহর ভয়, গোনাহের প্রতি ঘৃণা, নেক আমলের আগ্রহ) দান করো এবং আমার নফসকে পরিশুদ্ধ করো। তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। আর তুমিই আমার নফসের অভিভাবক এবং মনীব। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৫৪৫৮)

দীনের উপর অবিচল থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

❋ *আল্ল-হুম্মা ছাব্বিত ক্বল্‌বী- 'আলা- দী-নিক,*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর অটল রাখ। (সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস: :৩৮২৪)

يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى طَاعَتِكَ

❋ *ইয়া- মুছর্‌রিফাল কুলূ-ব ছাব্বিত ক্বলবী- 'আলা- ত্ব-'আতিক।* নাসায়ী সুনানে কুবরা, হাদীস: ১০১৩৭)

অর্থ: হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার আনুগত্যের উপর মজবুত রাখ।

বি. দ্র. কোনো কোনো হাদীসে দু'আটি এভাবেও আছে–

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

❋ *আল্ল-হুম্মা মুছর্‌রিফাল কুলূ-ব ছর্‌রিফ কুলূ-বানা- 'আলা- ত্ব-'আতিক।*

অর্থ: হে আল্লাহ! হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৯২১)

শেষ জীবন ও শেষ আমল ভাল হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَهٗ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهٗ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ

আল্ল-হুম্মাজ'আল খইরা 'উমুরী- আ-খিরহ, ওয়া খইরা 'আমালী- খওয়া-তি-মাহ, ওয়াজ'আল খইরা আইয়্যা-মী- ইয়াওমা আলক্ব-ক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ অংশই যেন সর্বোত্তম হয়, আমার শেষ আমলই যেন সর্বোত্তম আমল হয় এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনই যেন আমার সর্বোত্তম দিন হয়। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ১৫৪১)

নফসের ক্ষতি থেকে হেফাজত ও সুপথ প্রাপ্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

আল্ল-হুম্মা আল্‌হিমনী- রুশ্‌দী- ওয়া 'আয়িযনী- মিন্ শার্‌রি নাফ্‌সী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার অন্তরে আমার জন্য কল্যাণকর বিষয়ের খেয়াল সৃষ্টি করো এবং আমার নফসের ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করো। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৮৩)

অকল্যাণ থেকে হেফাজত এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهٗ، أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ.

আল্ল-হুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহ, ওয়া লাকাল মুলকু কুল্লুহ, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজি'উল আমরু কুল্লুহ, আসআলুকা মিনাল খইরি কুল্লিহ, ওয়া'আউযু বিকা মিনাশ্ শার্‌রি কুল্লিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা কেবলমাত্র তোমার জন্য, রাজত্ব সবই তোমারই জন্য, যাবতীয় বিষয় তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আল জাম'উ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস: ৩০১৭)

গোপন-প্রকাশ্য, ছোট-বড় সকল গুনাহ ক্ষমার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ، دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَأَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ.

আল্ল-হুম্মাগফিরলী- যাম্বী-কুল্লাহ, দিক্কহু ওয়া জিল্লাহ, ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আ-খিরহ, ওয়া 'আলা-নিয়াতাহু- ওয়া সির্‌রহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা কর, ছোট হোক বা বড় হোক, (জীবনের) শুরুর হোক বা শেষের হোক, প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয় হোক। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৫০)

সকল বিষয়ে শুভ পরিণাম অর্জনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

আল্ল-হুম্মা আহসিন 'আ-ক্বিবাতানা- ফিল উমূ-রি কুল্লিহা- ওয়া আজিরনা- মিন খিযয়িদ দুনইয়া- ওয়া 'আযা-বিল আ-খিরহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি সকল বিষয়ে আমাদেরকে সুন্দর পরিণাম দান করো এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করো। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১৭৬৬৫)

ইলম, সহনশীলতা, তাকওয়া ও নিরাপত্তা লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِيْ بِالْعَافِيَةِ.

আল্ল-হুম্মা আ'ইন্নী-বিল'ইলমি ওয়া যাইয়্যিন্নী-বিল্হিলমি ওয়া আকরিমনী- বিততাক্বওয়া- ওয়া জাম্মিলনী- বিল'আ-ফিইয়াহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ইলম দ্বারা আমাকে সাহায্য করো, সহনশীলতা দ্বারা আমাকে সুসজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা আমাকে সম্মানিত করো এবং সুস্থতা ও নিরাপত্তা দ্বারা আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো। (মুনাজাতে মাকবুল পৃ: ৪০)

উপকারী ইলম ও আমল অর্জনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْماً.

আল্ল-হুম্মান্ফা'নী-বিমা-'আল্লামতানী-ওয়া'আল্লিমনী-মা-ইয়ান্ফা'উনী- ওয়াযিদনী- 'ইল্মা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ইলম শিখিয়েছ তা দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আমাকে উপকারী ইলম শিক্ষা দাও এবং আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৯৯)

কুরআন অনুযায়ী আমল এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ.

আল্ল-হুম্মাফতাহ মাসা-মি'আ ক্বলবী- লিযিক্‌রিকা ওয়ারযুক্বনী- ত্ব-'আতাকা ওয়া ত্ব-'আতা রসূ-লিকা ওয়া 'আমালাম বিকিতা-বিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার উপদেশ শুনার জন্য আমার দিলের কানসমূহ খুলে দাও এবং আমাকে তাওফীক দাও তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্য করার এবং তোমার কিতাব অনুযায়ী আমল করার। (ত্ববারানী মু'জামে আউসাত, হাদীস: ১২৮৬)

উভয় জাহানের নিরাপত্তা ও সকল কাজ সহজ হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِيْ فِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَإِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

আল্ল-হুম্মালতুফ বী- ফী- তাইসী-রি কুল্লি 'আসী-রিন ফা ইন্না তাইসী-রা কুল্লি 'আসী-রিন 'আলাইকা ইয়াসী-র, ওয়া আসআলুকাল ইয়ূসরা ওয়াল মু'আ-ফা-তা ফিদ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমার জন্য সকল কঠিন বিষয়কে সহজ করে দাও। নিশ্চয় সকল কঠিন বিষয়কে সহজ করা তোমার জন্য সহজ। আমি তোমার কাছে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আসানী ও নিরাপত্তা চাই। (ত্ববারানী মু'জামে আউসাত, হাদীস: ১২৫০)

আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত আবশ্যককারী আমলের তাওফীক লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাসআলুকা মূ-জিবা-তি রহমাতিক, ওয়া'আযা-য়িমা মাগফিরাতিক, ওয়াস্সালা-মাতা মিন্ কুল্লি ইছম, ওয়াল্ গনী-মাতা মিন্ কুল্লি বিরর, ওয়াল্ফাউযা বিল্জান্নাতি ওয়ান্নাজা-তা মিনান্না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট চাই তোমার রহমত আবশ্যককারী আমল, তোমার ক্ষমা লাভের আমল, সকল গুনাহ থেকে নিরাপত্তা, সকল নেকী অবলম্বনের আগ্রহ এবং জান্নাতের মাধ্যমে সফলতা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (জামে'উল উসূল লি জালালুদ্দীন আস্ সয়ূতী, হাদীস: ৪৯৩৪)

সরলপথ ও আল্লাহ তা'আলার অভিভাবকত্ব লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّ قُلُوْبَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

আল্ল-হুম্মা ইন্না কুলূ-বানা- ওয়া জাওয়া-রিহানা- বিইয়াদিকা লাম তুমাল্লিকনা- মিনহা- শাইয়া-। ফা ইযা- ফা'আলতা যা-লিকা বিনা- ফাকুন আন্তা ওয়ালিয়্যানা- ওয়াহদিনা- ইলা- সাওয়া-য়িস সাবী-ল।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমাদের অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার হাতে রয়েছে, তুমি আমাদেরকে এগুলোর কোনোটির মালিক বানাও নি। সুতরাং যেহেতু তুমি আমাদের সাথে এমন করেছ তাই তুমি আমাদের অভিভাবক হয়ে যাও এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন

করো। (আল-ফাতহুল কাবীর ফী যম্মিয যিয়াদাহ, হাদীস: ২৪৪৮, মুনাজাতে মাকবুল পৃ:৩৩)

আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের তাওফীক লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ التَّوْفِيْقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ.

❋ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকাত তাওফী-কা লিমাহা-ব্বিকা মিনাল আ'মা-লি ওয়া ছিদক্বাত্ তাওয়াক্কুলি 'আলাইকা ওয়া হুসনায্ যন্নি বিকা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তোমার প্রিয় আমলের তাওফীক, তোমার উপর প্রকৃত ভরসা এবং তোমার প্রতি সুধারণা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস: ৩৬৪৯১, মুনাজাতে মাকবুল পৃ:৩৪)

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لَا نَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ اَللّٰهُمَّ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا.

❋ *আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা সায়ালতানা- মিন আন্‌ফুসিনা- মা-লা নামলিকুহু- ইল্লা-বিক, আল্ল-হুম্মা ফাআ'ত্বিনা মিনহা- মা- ইয়ূরদ্বী-কা 'আন্না-।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাছে চেয়েছ এমন জিনিস যা তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা করতে পারব না। হে আল্লাহ! তাই তুমি আমাদেরকে এমন আমলের তাওফীক দাও যা তোমাকে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট করবে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৩৬২৫)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সর্বপ্রকার নেয়ামত বৃদ্ধির দু'আ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.

আল্ল-হুম্মা যিদ্‌না- ওয়ালা- তান্‌কুছনা- ওয়া আকরিমনা- ওয়ালা- তুহিন্না- ওয়াআ'ত্বিনা- ওয়ালা- তাহরিমনা-ওয়া আ-ছিরনা- ওয়ালা- তূ-ছির 'আলাইনা- ওয়া আরদ্বিনা- ওয়ারদ্ব 'আন্না- ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য (কল্যাণ ও মঙ্গল) বৃদ্ধি করে দাও, কমিয়ে দিওনা, আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপমানিত করো না, আমাদেরকে দান কর, বঞ্চিত করো না, আমাদেরকে (কল্যাণের ক্ষেত্রে) অন্যদের উপর প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিওনা, আমাদেরকে তুমি সন্তুষ্ট করো এবং আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হও। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৯৬১)

দুশ্চরিত্র এবং হকের বিরোধিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ.

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা মিনাশ শিক্ব-ক্বি ওয়ান্ নিফা-ক্বি ওয়া সূ-য়িল আখলা-ক্ব।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই হকের বিরোধিতা থেকে, মুনাফেকী থেকে এবং মন্দ চরিত্র থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস: ১৫৪৬)

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি, উত্তম চরিত্র এবং সুস্থতা লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَ الْعِفَّةَ وَ الْأَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ الرِّضَا بِالْقَدْرِ.

আল্লহুম্মা ইন্নী-আসআলুকাছ্ ছিহ্যাতা ওয়াল্ইফ্ফাতা ওয়াল্আমা-নাতা ওয়া হুসনাল্ খুলুক্বি ওয়ার্রিদ্ব বিল্ক্বদর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্থতা, নিরাপত্তা, আমানতদারীতা, স্বচ্চরিত্র এবং ভাগ্যলিপির প্রতি সন্তুষ্টি কামনা করি। (বায়হাকী শুআবুল ইমান, হাদীস: ১৯৫)

কুদৃষ্টি, মিথ্যা, রিয়া ও মুনাফেকী থেকে হেফাজতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ وعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِيْ الصُّدُوْرُ.

আল্ল-হুম্মা ত্বহ্যির ক্বলবী- মিনান্ নিফা-ক্বি ওয়া'আমালী- মিনার্ রিয়া-য়ি ওয়ালিসা-নী- মিনাল্ কাযিবি ওয়া'আইনী- মিনাল্ খিয়া-নাতি ফা ইন্নাকা তা'লামু খ-য়িনাতাল্ আ'য়ুনী ওয়ামা- তুখফিছ্ ছুদূ-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার হৃদয়কে কপটতা থেকে, আমার আমলকে লৌকিকতা থেকে, আমার যবানকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত (কু-দৃষ্টি) থেকে পবিত্র করো। নিশ্চয় তুমি চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। (মেশকাত শরীফ, হাদীস: ২৫০১)

কবরের আযাব, দারিদ্র্য ও কুফুরী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ, وَ الْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী- ফী-বাদানী-আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী- ফী-সাম'য়ী-আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী-ফী- বাছরী-আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা

মিনাল কুফরি ওয়াল ফাক্বরি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী-আ'উ-যুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববরি, লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার শরীরের নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার কানের নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রদান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার চোখের নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কুফুরী ও দারিদ্র্য থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। (আল-আযকার লিন নববী, হাদীস: ২২১)

বিনয় অর্জন এবং আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দু'আ

إِلَيْكَ رَبِّ حَبِّبْنِيْ وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ رَبِّ ذَلِّلْنِيْ وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِيْ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ جَنِّبْنِيْ.

ইলাইকা রব্বি হাব্বিবনী- ওয়াফী- নাফসী- লাকা রব্বি যাল্লিলনী- ওয়াফী আ'য়ুনিন্না-সি ফা'আয্‌যিমনী- ওয়ামিন্ সায়্যিয়িল আখলা-ক্বি জান্নিবনী-।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট প্রিয় করে নাও, আমার নিজের নিকট তুচ্ছ করে দাও, ম ানুষের চোখে সম্মানিত করে দাও এবং মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র করে দাও। (আল-ফাতহুল কাবীর ফী যম্মিয যিয়াদাহ ইলাল জামে', হাদীস: ২৫৩৩)

দিবা-রাত্রি তিলাওয়াতের তাওফীক লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَهُدًى وَّرَحْمَةً. اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্ল-হুম্মা আ-নিস ওয়াহ্শাতী- ফী ক্বরী- আল্ল-হুম্মারহামনী- বিল্কুরআ-নিল 'আযীম ওয়াজ্'আলহু লী- ইমা-মাওঁ ওয়ানূ-রওঁ ওয়াহুদাওঁ ওয়ারহমাহ, আল্ল-হুম্মা যাক্কির্নী- মিনহু মা-নাসী-তু ওয়া'আল্লিমনী- মিনহু মা-জাহিলতু ওয়ার্যুক্বনী- তিলা-ওয়াতাহু- আ-না-য়াল্লাইলি ওয়া আ-না-য়ান্নাহা-র, ওয়াজ্'আলহু লী- হুজ্জাতাইঁ ইয়া-রব্বাল 'আ-লামী-ন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার কবরের নিঃসঙ্গতায় তুমি আমার সঙ্গী হয়ে যাও। হে আল্লাহ! মহান কুরআনের মাধ্যমে আমার প্রতি দয়া করো এবং কুরআনকে আমার জন্য ইমাম, (অনুসরনীয়) নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমি কুরআনের যা ভুলে গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও, যা আমার অজানা রয়েছে তা আমাকে জানিয়ে দাও এবং আমাকে দিবা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক দাও এবং কুরআনকে আমার পক্ষে দলীল বানাও। (মুনাজাতে মাকবুল পৃ: ৪৯)

আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে হেফাজতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

আল্ল-হুম্মা আ'উ-যু বিরিয-কা মিন্ সাখাতিকা ওয়া বিমু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূ-বাতিকা ওয়া আ'উ-যুবিকা মিনকা লা-উহ্ছী- ছানা-য়ান আ'লাইকা আন্তা কামা-আছনাইতা 'আলা- নাফ্সিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিরাপত্তা লাভের মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার রহমত লাভের মাধ্যমে তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না, তুমি তো তেমন প্রশংসনীয় যেমন তোমার প্রশংসা তুমি নিজে করেছ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১১৮)

রাসূলের ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীর সকল দু'আ অন্তর্ভুক্তকারী দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাসআলুকা মিন খইরি মা- সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মদুন ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া না'ঊ-যু বিকা মিন্ শার্‌রি মা-সতা'আ-যা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মদুন ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আন্‌তাল মুসতা'আ-ন ওয়া'আলাইকাল বালা-গ, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐসব কল্যাণকর বিষয় চাই যেসব কল্যাণকর বিষয় তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে চেয়েছেন। আমি তোমার কাছে ঐসব অকল্যাণকর বিষয় থেকে পানাহ চাই যেসব অকল্যাণকর বিষয় থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে পানাহ চেয়েছেন। আর একমাত্র তুমিই সাহায্য প্রার্থনাস্থল, কল্যাণ ও মঙ্গল পৌঁছানো তোমারই দায়িত্ব। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫২১)

হযরত ইবরাহীম আ. এর দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

রব্বানা- তাক্ব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাস সামী-'উল 'আলী-ম, ওয়াতুব 'আলাইনা-ইন্নাকা আন্‌তা তাওয়্যা-বুর রহী-ম। সূরা বাকারাহ : ১২৭-১২৮

অর্থ: পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে (সকল নেক আমল) কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

দু'আ ও মুনাজাতের শেষে হামদ ও সালাত এবং আমীন থাকা সুন্নাত। এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে হামদ ও সালাত এবং আমীন উল্লেখ করা হল।

হামদ, সালাত ও আমীন

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ.

সুবহা-না রব্বিকা রব্বিল 'ইযযাতি 'আম্মা-ইয়াছিফু-ন। ওয়া সালা-মুন 'আলাল মুরছালী-ন ওয়ালহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী-ন। (সুরা ছফফাত, আয়াত: ১৮০-১৮২) আল্ল-হুম্মা আমী-ন।

অর্থ: তারা যা দোষারোপ করে তা হতে আপনার প্রতিপালক মহা পবিত্র, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি এবং সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন স্থান ও সময়ের দু'আ প্রসঙ্গ

ঘরে প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِاسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِاسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকা খইরাল মাওলিজি ওয়া খইরল মাখরজ, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা-ওয়া বিসমিল্লা-হি খরজনা-ওয়া 'আলাল্ল-হি রব্বিনা- তাওয়াক্কালনা- । (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৯৬)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রবেশস্থলের কল্যাণ এবং বের হওয়ার স্থানের মঙ্গল কামনা করছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহ তা'আলার নামে বের হলাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম।

উক্ত দু'আ পড়ে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে।

বি.দ্র. শুধু বিসমিল্লাহ বলে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা ঘরকে শয়তান থেকে হেফাজত করবেন।

ফযীলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো লোক যখন আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আহার করে তখন শয়তান তার সাথীদেরকে বলে, এই ঘরে তোমাদের থাকার জায়গা নেই এবং খাবারেরও ব্যবস্থা নেই। আর যদি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে শয়তান তার সাথীদেরকে বলে, এই ঘরে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর যদি খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে বলে, এই ঘরে তোমাদের খাওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৫৩৮১)

ঘর বা অন্য কোন স্থান থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্‌কাল্‌তু 'আলাল্ল-হি, লা-হাওলা ওয়ালা কুও্‌ওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৯৫, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ লিন নাসায়ী)

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার নামে বের হলাম। আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়।

ফযীলত: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়বে তাকে বলা হবে আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন এবং শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৪২৬)

খাওয়ার পূর্বের দু'আ

খানা সামনে এলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা- ফী-মা- রযাক্বতানা- ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। (ইবনুস সুন্নী, হাদীস: ৪৫৭)

খাওয়ার শুরুতে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ

বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া বারাকাতিল্লা-হ্।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ তা'আলার বরকতের সাথে এ খাবার খাচ্ছি। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ৭০৮৩)

খাওয়ার শুরুতে দু'আ পড়তে ভুলে গেলে

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু- ওয়া আ-খিরহ। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৭৬৭)

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামে খাচ্ছি এর প্রথমাংশেও এবং শেষাংশেও।

খাওয়ার শেষে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

** আল্ হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী- আত্ব 'আমানা- ওয়া সাক্ব-না- ওয়া জা'আলানা- মুসলিমী-ন।*

অর্থ: সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদীস: ৩৮৫০, তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৬৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

** আল্ হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী- আত্ব 'আমানী- হা-যাত ত্ব'আ-মা ওয়া রযাক্বনী-হি মিন গইরি হাওলিম মিন্নী- ওয়ালা- কুওয়াহ।*

অর্থ: সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাকে এই খানা খাওয়ালেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ ব্যতীতই এটা আমাকে দান করলেন।

ফযীলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি খানা খেয়ে এই দু'আ পড়বে তার পূর্বের ও পরের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সূনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪০২৫)

দাওয়াত খাওয়ার দু'আ

কারো মেহমান হয়ে খানা খেলে প্রথমে আল্লাহর শোকর আদায়ে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

আল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী- আত্ব'আমানা- ওয়া সাক্ব-না- ওয়া জা'আলানা- মুসলিমী-ন।

অতঃপর মেহমানের শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে নিম্নের দু'আসমূহ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

* *আল্ল-হুম্মা আত্'ইম মান আত্'আমানী-ওয়াসক্বি মান সাক্ব-নী।* (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২০৫৫)

অর্থ: হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ালো তাকে তুমি খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করালো তাকে তুমি পান করাও (দুনিয়া ও আখেরাতে)।

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ.

* *আকালা ত্ব'আ-মাকুমুল আব্র-র, ওয়া ছল্লাত 'আলাইকুমুল মালা-ইকাহ্, ওয়া আফত্বরা 'ইন্দাকুমুছ্ ছ-ইমূ-ন।* (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১২৪০৬)

অর্থ: নেককার লোকেরা যেন তোমাদের খাবার খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণের দু'আ করে এবং রোযাদারগণ যেন তোমাদের বাড়িতে ইফতার করে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ رِزْقِهِمْ.

** আল্ল-হুম্মাগফিরলাহুম ওয়ারহামহুম ওয়াবা-রিকলাহুম ফী রিযক্বিহিম।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের প্রতি দয়া করো এবং তাদের রিযিকে বরকত দান করো। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ১১১)

দস্তরখানা ও অবশিষ্ট খাবার উঠানোর দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

আল্হামদু লিল্লা-হি হামদান কাছী-রান ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফী-হ গইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা- মুয়াদ্দা'য়িন ওয়ালা- মুসতাগনান আ'নহু রব্বানা-।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, এমন প্রশংসা যা পরিমাণে অধিক, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। হে আমাদের প্রতিপালক! এই খাবারই শেষ নয়, এই খাবার বর্জনীয় নয় এবং এই খাবারের প্রতি আমরা অমুখাপেক্ষী নই। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১০৯৩, সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৪৫৮)

পান করার পূর্বে ও পরের দু'আ

পান করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লাহ)* এবং পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লাহ)* পড়বে।

কোনো কোনো হাদীসে পান করার পর এই দু'আ পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا مَاءً عَذْباً فُرَاتاً بِرَحْمَتِه وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوْبِنَا

আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযী-সাক্ব-না- মা-আন আযবান ফুরা-তান বিরহমাতিহি- ওয়ালাম ইয়াজ'আলহু মিলহান উজা-জান বিযুনূ-বিনা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে সুমিষ্ট মজাদার পানি পান করিয়েছেন, আমাদের গুনাহের কারণে তা লবণাক্ত বিস্বাদ বানান নি। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ১৮২২৬)

দুধ পান করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

আল্ল- হুম্মা বা-রিক লানা- ফী-হি ওয়াযিদনা-মিনহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দান করো এবং তা আরো বৃদ্ধি করে দাও। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৭৩০)

যমযমের পানি পান করার দু'আ

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলে যমযমের পানি পান করে এ দু'আ পড়া মুস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকা ইলমান না-ফি'আ-, ওয়া রিযক্বন ওয়া-সি'আ-, ওয়া শিফা-য়াম মিন্ কুল্লি দা-য়িন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক ও সকল রোগ থেকে আরোগ্য চাই। (সুনানে দারাকুত্নী, হাদীস: ২৭৭০)

ঘুমের পূর্বের দু'আ

১নং দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

আল্ল-হুম্মা বিস্‌মিকা আমু-তু ওয়া আহ্‌ইয়া-।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নামে জীবিত হই। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩২৪)

২নং দু'আ

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهٗ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

বিসমিকা রব্বি- ওয়াদ্ব'তু যাম্বী- ওয়াবিকা আরফা'উহু-, ইন আমসাকতা নাফ্‌সী- ফাগফির লাহা- ওয়া ইন আরসালতাহা- ফাহফাযহা-বিমা- তাহ্‌ফাযু বিহি- ইবা-দাকাছ ছ-লিহী-ন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ রাখলাম (শয়ন করলাম) এবং তোমার নামেই তা উঠাব (জাগ্রত হব)। তুমি যদি আমার হায়াত শেষ করে দাও তাহলে আমার প্রতি দয়া করো। আর যদি হায়াত শেষ না করো, তাহলে নেককার বান্দাদের মত হেফাজত করো। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩২০)

ঘুমের পূর্বের আমল

১নং আমল তাসবীহে ফাতেমী–

سُبْحَانَ اللهِ *সুবহা-নাল্ল-হ* (আল্লাহ পূত-পবিত্র) ৩৩বার।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *আলহামদুলিল্লা-হ* (সকল প্রশংসা আল্লাহর)৩৩ বার।

اَللهُ أَكْبَرُ *আল্ল-হু আকবার* (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)৩৪ বার।

ফযীলত: * হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফাতেমা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন খাদেম চাইতে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যা চেয়েছ আমি কি তোমাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা বলে দিবো না? তুমি ঘুমানোর পূর্বে সুবহা-নাল্ল-হ ৩৩বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্ল-হু আকবার ৩৪ বার পড়বে। (বুখারী, হাদীস: ৫০৪৭)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে উপরোক্ত তাসবীহগুলো পাঠ করবে সে এক হাজার নেকী পাবে। (সুনানে নাসাঈ, হাদীস: ১৩৪৭)

২নং আমল আয়াতুল কুরসী পড়া।

৩ নং আমল সূরা বাক্বারার শেষ রুকু পড়া।

৪নং আমল সূরায়ে ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস ৩বার করে পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে হাত বুলিয়ে নেওয়া।

৫নং আমল সূরায়ে কাফিরুন পড়া।

৬নং আমল সূরা মুলক ও সূরা আলিফ লাম মীম সাজদাহ পড়া।

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

আল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী- আহ্ইয়া-না- বা'দা মা-আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশূ-র। (বুখারী, হাদীস: ৬৩২৪)

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কাপড় পরিধানের দু'আ

বিসমিল্লাহ বলে পরিধান করে এই দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

আল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী- কাসা-নী- হা-যাছ ছাওবা ওয়া রযাক্বনী-হি মিন গইরি হাওলিম মিন্নী- ওয়ালা- কুওয়াহ।

অর্থ: সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করালেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীতই এটা আমাকে দান করলেন।

ফযীলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এই দু'আ পড়বে, তার পূর্বের ও পরের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪০২৫)

নতুন কাপড় পরিধান করার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ

আল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী- কাসা-নী- মা- উওয়ারী- বিহি- 'আউরতী- ওয়া আতাজাম্মালু বিহি- ফী- হায়া-তী-।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এমন কাপড় পরিধান করালেন যা দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং আমার জীবনের সৌন্দর্য অবলম্বন করি।

ফযীলত: হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে পুরাতন কাপড় দান করে দিবে সে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আল্লাহর হেফাজতে, আল্লাহর দায়িত্বে এবং আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৬০)

কাউকে নতুন কাপড় পরিহিত দেখে পড়ার দু'আ

اِلْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا، وَمُتْ شَهِيْدًا

ইলবাস জাদী-দান ওয়া'ইশ হামী-দান ওয়া মুত শাহী-দান।

অর্থ: তুমি নতুন কাপড় পর, প্রশংসিত জীবন লাভ করো এবং শহীদি মৃত্যুবরণ করো। (অর্থাৎ আল্লাহ যেন তোমাকে এসকল নেয়ামত দান করেন।)

ফায়দা : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রা. কে নতুন কাপড় পরা অবস্থায় দেখে এই দু'আ পড়েছিলেন। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৫৫৮]

ইস্তিঞ্জার পূর্বে ও পরের দু'আ

বাথরুমে প্রবেশের পূর্বের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার দুষ্ট জীন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩২২)

তিরমিযী শরীফে (হাদীস: ৬০৬) দু'আটি এভাবেও আছে:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা ইন্নী-আ'উ-যুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ্।

বাথরুম থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

গুফ্র-নাকা আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযী- আযহাবা 'আন্নি-ল আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস: ৩০)

উযুর পূর্বে ও পরের দু'আ

উযুর শুরুতে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ফযীলত: উযুর শুরুতে যে উক্ত দু'আ পড়ে যতক্ষণ উযু থাকে ফেরেশতা তার আমলনামায় নেকী লিখতে থাকে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস: ১১১২)

উযুর মাঝে ও শেষে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

আল্ল-হুম্মাগ্ ফির্লী- যাম্বী- ওয়া ওয়াছ্ছি'লী- ফী-দা-রী, ওয়া বা-রিক্লী- ফী- রিয্ক্বী-।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গোনাহ মাফ করে দাও। আমার ঘর প্রশস্ত করে দাও। আমার রিযিকে বরকত দান করো। (নাসায়ী সুনানে কুবরা, হাদীস: ৯৯০৮)

উযুর শেষে পড়ার দু'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারী-কা লাহু- ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু- ওয়া রছূ-লুহ্। আল্ল-হুম্মাজ'আলনী মিনাত তাওয়া-বী-ন, ওয়াজ'আলনী- মিনাল মুতাত্বহহিরী-ন।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল করো।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই দু'আ পাঠ করে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, সে যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৩৪, ৫৭৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৫৫)

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বিস্মিল্লা-হি ওয়াছ্ ছলা-তু ওয়াস্সালা-মু 'আলা- রছূ-লিল্লা-হ্। আল্ল-হুম্মাফ তাহ্লী-আবওয়া-বা রহ্মাতিক।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামে প্রবেশ করছি। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। (মুসলিম, হাদীস: ৭১৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২৬৪৭২, ২৬৪৭৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস: ২৯৭৫৫, ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৭৭৯)

বি.দ্র. মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং উক্ত দু'আ পড়ার পর ইতিকাফের নিয়ত করাও সুন্নাত।

মসজিদে প্রবেশের আরেকটি দু'আ

اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

আ'উ-যু বিল্লা-হিল 'আযী-ম ওয়াবিওয়াজহিহিল কারী-ম ওয়াসুলত্ব-নিহিল ক্বদী-ম মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজী-ম।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর কাছে, তাঁর মহৎ সত্ত্বার কাছে এবং তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই।

ফযীলত: মসজিদে প্রবেশের সময় যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়ে শয়তান তার সম্পর্কে বলে, সে সারা দিন আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬৬)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ،

বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াছ্ ছলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলা- রছূ-লিল্লা-হ্। আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আস্‌আলুকা মিন্ ফাদলিক্।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামে বের হচ্ছি। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার করুণার

দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দাও। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭২৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৬২৮৩)

বি. দ্র. উক্ত দু'আ পড়ে বাম পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত।

আযানের শেষে পড়ার দু'আ

প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا ۨ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ۨ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ্, ওয়াছ ছলা-তিল ক্ব-ইমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াছি-লাতা ওয়াল ফাযি-লাহ্, ওয়াব'আছহু মাক্ব-মাম মাহ্মু-দা নিল্লাযী- ওয়াত্তাহ্, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী-'আ-দ। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬১৪, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা–১/১১৮)

অর্থ: হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের অধিপতি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসীলা ও উচ্চমর্যাদা দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) আসীন করো, যার ওয়াদা তুমি তাঁর সাথে করেছ। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

মজলিস শেষের দু'আ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

ছুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী- ছুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আ-তু-বু ইলাইক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হচ্ছি।

ফযীলত: মজলিসের শেষে এই দু'আ পড়লে মজলিসের ভুল-ত্রুটি মাফ হয়ে যায়। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৯৭০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৬১)

সফরের দু'আ

ঘর বা অন্য কোনো স্থান থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্‌কাল্‌তু 'আলাল্ল-হি, লা-হাওলা ওয়ালা-কুও্ওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫০৯৫, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ লিন নাসায়ী)

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার নামে বের হলাম। আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়।

ফযীলত: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়বে তাকে বলা হবে আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন এবং শয়তান তার

থেকে দূরে সরে যায়। এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪২৬)

ঘর হতে বের হওয়ার সময় পরিবারকে উদ্দেশ্য করে পড়ার দু'আ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

আস্‌তাউদি'উকুমুল্ল-হাল্ লাযী- লা-তাযী-'উ ওয়াদা-য়ি'উহু।

অর্থ: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি, যার নিকট গচ্ছিত বস্তু ধ্বংস হয় না। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস: ৫০৭)

কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় পড়ার দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

আস্‌তাউদি'উল্ল-হা দী-নাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তী-মা আ'মা-লিকুম।

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখছি তোমাদের দীনদারী, আমানতদারী এবং শেষ আমল। (আল্লাহর কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে আল্লাহ তা হেফাজত করেন।) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ২৬০৩)

যানবাহনে আরোহণের দু'আ

যানবাহনে পা রাখার সময় বলবে বিসমিল্লাহ। সোজা হয়ে বসে ৩ বার আল্ল-হু আকবার বলবে । অতঃপর এই দু'আ পড়বে।

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ
اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى
اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي

السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَـأْبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

সুব্‌হা-নাল্লাযী- ছাখ্‌খরা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু- মুক্বরিনী-ন ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুন্‌ কলিবু-ন। আল্ল-হুম্মা ইন্না-নাসআলুকা ফী-সাফারিনা-হা-যাল বির্‌রা ওয়াত্‌ তাক্বওয়া-ওয়ামিনাল 'আমালি মা-তারদ্ব-, আল্ল-হুম্মা হাওয়িন 'আলাইনা- সাফারনা-হা-যা-ওয়াতবি 'আন্না-বু'দাহ, আল্ল-হুম্মা আন্‌তাস ছ-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খলী-ফাতু ফিল আহল, আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা মিন ওয়া'ছা-য়িস সাফারি ওয়াকা'বাতিল মানযরি ওয়া সূ-য়িল মুনক্বলাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহল।

অর্থ: আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করছি ঐ আল্লাহর যিনি এই বাহনকে আমাদের অধিনস্ত করেছেন। এটাকে আয়ত্তে আনার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে এই সফরে নেকী, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় আমল চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি সফরে আমাদের সাথী এবং পরিবারের মধ্যে আমাদের স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সফরের কষ্ট, অশুভ দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা থেকে।

সফর থেকে ফিরার সময়ও আল্লাহর রাসূল উক্ত দু'আ পড়তেন এবং নিম্নের দু'আটি অতিরিক্ত পড়তেন।

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

আ-য়িবূ-না তা-য়িবূ-না লিরব্বিনা- হা-মিদূ-ন।

অর্থ: আমরা এখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করছি, (নিজেদের গুনাহ হতে) তওবা করছি এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করছি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৪১)

নৌযান ও উড়োজাহাজে আরোহণের দু'আ

নৌযান ও উড়োজাহাজে উঠে 'যানবাহনে আরোহণের দু'আ' পড়ার পর নিম্নের দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا، إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

বিস্‌মিল্লা-হি মাজ্‌রে-হা- ওয়া মুরছা-হা- ইন্না রব্বী- লা গফু-রুর রহী-ম। ওয়ামা-ক্বদারুল্ল-হা হাক্ক ক্বদরিহি- ওয়াল আরদু জামি-আন্ ক্বব্‌যতুহু- ইয়াউমাল ক্বিয়া-মাহ, ওয়াস্‌সামা-ওয়া-তু মাতবিয়্যা-তুম বিইয়ামী-নিহ, সুবহা-নাহু ওয়াতা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়ুশরিকূ-ন।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামেই এর চলা ও অবস্থান করা। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে নাই। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি। তাদের শিরক থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪১, সূরা যুমার, আয়াত: ৬৭)

সফর চলাকালে কোথাও যাত্রাবিরতির সময়ের দু'আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

আউ-যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিনশার্‌রি মা-খলাক্ব।

অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সফর চলাকালে কোথাও যাত্রাবিরতি করে আর সেখানে এই দু'আ পড়ে, সে ঐ স্থান ছেড়ে আসা পর্যন্ত কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭০৫৩)

মুসীবতগ্রস্ত হলে বা কোনো দুঃসংবাদ শুনলে পড়ার দু'আ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِنْهَا

ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি র-জি'উ-ন, আল্ল-হুম্মা আ-জিরনী-ফী- মুসী-বাতী- ওয়া আখলিফলী-খইরম মিনহা- ।

অর্থ: নিশ্চয় আমাদের মালিক আল্লাহ এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! তুমি আমার মুসীবতে আমাকে প্রতিদান দাও এবং এই মন্দ অবস্থার পরিবর্তে উত্তম অবস্থা দান করো।

ফযীলত: যে মুসলিম ব্যক্তি মুসীবতের সময় এই দু'আ পড়বে যা আল্লাহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তাকে উক্ত মুসীবতে সওয়াব দান করবেন এবং উত্তম অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসলিম, হাদীস: ২১৬৬)

রোগী দেখার দু'আ

প্রথমে বলবে: لَا بَأْسَ، طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

লা-বা'সা ত্বহু-রুন ইনশা- আল্লাহ।

অর্থ: কোনো অসুবিধা নেই (চিন্তা করবেন না) ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায়) সুস্থ হয়ে যাবেন।

অতঃপর ৭ বার বলবে:

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

আসআলুল্ল-হাল 'আযী-ম রব্বাল 'আরশিল 'আযী-ম আইঁ ইয়াশফিয়াক।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যিনি মহান আরশের অধিপতি, তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন।

ফযীলত: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃত্যু মুখে পতিত নয় এমন রোগীর নিকট গিয়ে উক্ত দু'আ ৭ বার পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে উক্ত রোগ থেকে সুস্থ করে দিবেন। (আবু দাউদ, হাদীস: ৩১০৬)

রোগ ও বিপদাপদ থেকে হেফাজতের বিশেষ দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا،

আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী- 'আ-ফা-নী-মিম্মাব তালা-কা বিহী- ওয়া ফাদ্দলানী- 'আলা- কাছী-রিম্ মিম্মান খলাক্ব তাফদ্বী-লা।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন ঐ রোগ ও বিপদ থেকে যাতে তোমাকে আক্রান্ত করেছেন এবং অনেক মাখলুক হতে আমাকে ভাল রেখেছেন।

ফযীলত: যে ব্যক্তি কোনো রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত লোক দেখে এই দু'আ পড়বে আল্লাহ তাকে উক্ত রোগ ও বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৯২)

মৃত্যু নিকটবর্তী অনুভব হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

** আল্ল-হুম্মাগফিরলী-ওয়ার হামনী-ওয়া আলহিক্বনী-বির রফী-ক্বিল আ'লা- ।*

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে সুমহান বন্ধুর সাথে (আপনার সাথে) মিলিয়ে দাও। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪১৭৬)

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

** আল্ল-হুম্মা আ'ইন্নী- 'আলা- গমার-তিল মাউতি ওয়া সাকার-তিল মাউত্।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মৃত্যুর কষ্ট ও মৃত্যুর যন্ত্রণা লাঘবে আমাকে সাহায্য করো। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৯৭৮)

ফযীলত: হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওফাতের সময় উপরোক্ত দু'আ দু'টি পড়তে শুনেছি।

জানাযা নামাযের দু'আ

এই দু'আ জানাযার নামাযের তৃতীয় তাকবীরের পর পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَأَحْيِه عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْإِيْمَانِ.

আল্ল-হুম্মাগ ফির লিহাইয়্যিনা- ওয়ামায়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গ-য়িবিনা- ওয়া ছগী-রিনা- ওয়া কাবী-রিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উন্ছা-না-, আল্ল-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু- মিন্না- ফা আহ্ইহী- 'আলাল ইসলা-ম, ওয়া মান্ তাওয়াফ্ফাইতাহু- মিন্না- ফাতাওফ্ফাহু- 'আলাল ঈ-মা-ন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১০২৪)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করো আমাদের জীবিতদেরকে, মৃতদেরকে, উপস্থিত ও অনুপস্থিতদেরকে, ছোট ও বড়দেরকে,

পুরুষ ও নারীদেরকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। যাকে মৃত্যু দান করো তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করো।

লাশ কবরে রাখার দু'আ

بِاسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া 'আলা- মিল্লাতি রছূ-লিল্লা-হ্।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিল্লাতের (সুন্নাতের) উপর (আমরা একে দাফন করছি)। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৪৯৯০)

কবরে মাটি দেওয়ার সময়ে পড়ার দু'আ

কোনো মুসলমানের লাশ দাফনের সময় কবরে তিনবার মাটি দেওয়া মুস্তাহাব।

প্রথমবার মাটি দেওয়ার সময় বলবে–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ *(মিনহা-খলাকনা-কুম)* এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

দ্বিতীয়বার বলবে– وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ *(ওয়া ফী-হা-নূ'ঈ-দুকুম)* এ মাটির মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব।

তৃতীয়বার বলবে– وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى *(ওয়া মিনহা-নুখরিজুকুম তা-রতান উখর-)* এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে পুনরায় উঠাবো (সৃষ্টি করব)। [ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/১৭৮, আল-আযকার লিন নববী ১/৪১৬]

শত্রু থেকে হেফাজতের বিশেষ কিছু আমল

১নং আমল

يَا لَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ

ইয়া- লাতী-ফু ইয়া- ওয়াদূ-দু।

অর্থ: হে সূক্ষ্মদর্শী! হে স্নেহপরায়ণ!

২নং আমল

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

আল্ল-হুম্মাক ফিনী-হিম বিমা-শি'তা, আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাজ'আলুকা ফী- নুহু-রিহিম, ওয়া না'ঊ-যুবিকা মিন্ শুরূ-রিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ইচ্ছা তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এদের মুকাবেলায় (নিজের) সাহায্যকারী বানিয়েছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। *(মুসলিম: ৩০০৫, সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৭)*

৩নং আমল

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

ইন্না- কাফাইনা-কাল মুস্তাহ্যিয়ী-ন (সূরা হিজ্‌র, আয়াত:৯৫)

অর্থ: আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে (প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য)।

৪নং আমল

رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

রব্বি ইন্নী-মাগ্‌লূ-বুন্ ফান্‌তাছির। (সূরা ক্বমার, আয়াত: ১০)

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আমি তো পরাভূত হয়ে পড়েছি, অতএব তুমি (জালিমদের থেকে) প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

৫নং আমল

رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

রব্বি ইন্নী-মাস্‌সানিয়াদ্ব দূর্‌রু ওয়া আন্‌তা আরহামুর র-হিমী-ন (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩)

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

৬নং আমল

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

আল্ল-হুম্মাসতুর 'আওর-তিনা- ওয়া আ-মিন রও'আ-তিনা-। (মিশকাত, হাদীস: ২৪৫৫)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখ এবং আমাদের ভীতিকর বিষয়াবলীতে নিরাপত্তা প্রদান করো।

৭নং আমল

اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ.

আল্ল-হুম্মা ওয়া- ক্বিয়াতান কা ওয়া-ক্বিয়াতিল ওয়ালী-দ। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৩৬৭৮)

অর্থ: হে আল্লাহ! নবজাতককে হেফাজত করার মত (আমাদেরকে) হেফাজত করো।

৮নং আমল

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

ওয়া উফাউইদু আম্‌রী- ইলাল্ল-হ্ ইন্নাল্ল-হা বাছী-রুম্ বিল 'ইবা-দ। (সূরা মুমিন, আয়াত: ৪৪)

অর্থ: আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৯নং আমল

لَآ اِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝

লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী- কুন্‌তু মিনায্ য-লিমী-ন। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭)

অর্থ: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি মহা পবিত্র, আর আমি তো গুনাহগার।

১০নং আমল

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

হাস্‌বুনাল্ল-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকী-ল (সূরা আল ইমরান, আয়াত:১৭৩) *নি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান নাছী-র।* (সূরা আনফাল, আয়াত: ৪০)

অর্থ: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক! কতো উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী!

বিপদের সময়ের বিশেষ কিছু আমল

* দুরূদ শরীফ ১১ বার,

* حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ *হাস্‌বুনাল্ল-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকী-ল* ১১১ বার।

অর্থ: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক!

* দুরূদ শরীফ ১১ বার।

* দুঃখ ও পেরেশানীর সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পড়তেন–

لَآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হুল 'আযী-মুল হালী-ম লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু রব্বুল 'আরশিল 'আযী-ম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারী-ম।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান, সহনশীল। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই যিনি মহান আরশের রব এবং আসমানসমূহের রব। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭৪৩১)

চতুর্থ অধ্যায়

ইস্তিগফার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআনের ইস্তিগফার সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত

১নং ইস্তিগফার

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

রব্বানা- যলামনা- আন্‌ফুসানা- ওয়াইল লাম তাগফিরলানা- ওয়াতারহামনা- লানাকূ-নান্না মিনাল খ-সিরী-ন।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। যদি তুমি ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব।

২নং ইস্তিগফার

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

রব্বানা- ইন্নানা- সামি'না- মুনাদিয়াইঁ ইয়ূনা-দী- লিল ঈ-মা-নি আন আ-মিনূ- বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না- রব্বানা- ফাগফিরলানা- যুনূ-বানা ওয়া কাফফির 'আন্না- সায়্যিআ-তিনা- ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা- মা'আল আবর-র।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছি (এই বলে যে,) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো। এবং

আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও এবং নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৯৩)

৩নং ইস্তিগফার

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

রব্বানা- লা-তুআ-খিযনা- ইন নাসী-না- আউ আখত্ব'না- রব্বানা-ওয়ালা- তাহমিল 'আলাইনা- ইছরন্ কামা- হামালতাহু- 'আলাল্লাযী-না মিন্ ক্ববলিনা- রব্বানা- ওয়ালা- তুহাম্মিলনা- মা-লা-ত্ব-ক্বতা- লানা- বিহ, ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগফিরলানা- ওয়ারহামনা- আন্‌তা মাওলা-না ফান্‌ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরী-ন।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের উপর এমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করো না যেমন দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববতীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার-বোঝা আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

৪নং ইস্তিগফার

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

রব্বানাগফিরলানা-ওয়ালিইখওয়া-নিনাল্লাযী-না সাবাকূ-না- বিল ঈ-মা-ন, ওয়ালা- তাজ'আল ফী- কুলূ-বিনা- গিল্লাল লিল্লাযী-না আ-মানূ- রব্বানা- ইন্নাকা রঊ-ফুর রহী-ম।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি দয়ালু ও পরম করুণাময়। (সূরা হাশর, আয়াত: ১০)

৫নং ইস্তিগফার

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

রব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্‌তা খয়রুর র-হিমী-ন। (সূরা মুমিনূন আয়াত:১১৮)

অর্থ: হে আমার প্রভু! ক্ষমা করো, আর দয়া করো। কেননা তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।

৬নং ইস্তিগফার

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

রব্বানা- তাক্বব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাস সামী-উ'ল 'আলী-ম ওয়াতুব 'আলাইনা-ইন্নাকা আন্‌তাত তাওয়্যা-বুর রহী-ম। (সূরা বাকারাহ : ১২৭-১২৮)

অর্থ: পরওয়ারদেগার! আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীসে বর্ণিত কতিপয় ইস্তিগফার

১নং ইস্তিগফার

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

আস্তাগফিরুল্ল-হাল্লাযী- লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যূ-মু ওয়া আতূ-বু ইলাইহি।

অর্থ: আমি ঐ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করছি।

ফযীলত: যে ব্যক্তি শয়নকালে এই দু'আ ৩ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১১০৭৪) কানযুল উম্মালের এক বর্ণনায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর ৩বার পড়ার কথা এসেছে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৪৯৭১)

২নং ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউয়্যুন তুহিব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী-। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৮৫০)

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৩নং ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

আল্ল-হুম্মা আন্‌তা রব্বী- লা- ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা, খলাক্বতানী- ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্ব'তু, আ'উ-যু বিকা মিন্ শাররি মা ছনা'তু, আবু-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্বী-ফাগফিরলী- ফা ইন্নাহু- লা- ইয়াগফিরুয যুনূ-বা ইল্লা- আন্‌তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর সাধ্যানুযায়ী অটল ও অবিচল রয়েছি। আমি আমার সকল মন্দ-কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

ফযীলত: হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ একীন রেখে এ ইস্তিগফারটি দিনের বেলা পড়বে, সে যদি সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ একীন রেখে রাতের বেলায় এ ইস্তিগফারটি পড়বে, সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩০৬)

৪নং ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী-যলামতু নাফসী- যুলমান্ কাছী-র-, ওয়ালা- ইয়াগফিরুয যুনূ-বা ইল্লা- আন্তা, ফাগফিরলী- মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা ওয়ারহামনী- ইন্নাকা আন্তাল গফূ-রুর রহী-ম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি (গুনাহ করেছি) আর তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি নিজ করুণায় আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। নিশ্চয় তুমি অত্যাধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৩৪)

৫নং ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

আল্ল-হুম্মা মাগফিরতুকা আওসা'উ মিন্ যুনূ-বী- ওয়া রহ্মাতুকা আরজা-'ইন্দী- মিন 'আমালী-।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা আমার গোনাহ অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এবং আমি স্বীয় আমলের তুলনায় তোমার রহমতের বেশি আশাবাদী।

ফযীলত: এই দু'আ তিনবার পড়লে আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

হযরত জাবির রা. বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলতে লাগলো, হায় আমি কত বড় গোনাহগার!, হায় আমি কত বড় পাপী! দু-তিনবার সে এরূপ বললো। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে

উপরোক্ত দু'আটি পড়তে বললেন। সে একবার পড়লো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাকে আরো দু'বার পড়তে বললেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১৯৯৪)

৬নং ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَ أَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আল্ল-হুম্মাগফিরলী-মা-ক্বদ্দামতু ওয়ামা-আখ্খরতু ওয়ামা-আস্‌রর্‌তু ওয়ামা-আ'লানতু আন্‌তাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল মুয়াখ্খিরু ওয়া আন্‌তা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদী-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বাপর, গোপন-প্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করো। তুমিই অগ্রগামী করো এবং তুমিই পিছিয়ে রাখ আর তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৭নং ইস্তিগফার

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْ لِيْ

ইয়া- ওয়া-সি'আল মাগফিরাতি ইগ্‌ফিরলী-। (বায়হাকী শুআবুল ঈমান, হাদীস: ৩৯০৩)

অর্থ: হে প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী! আমাকে ক্ষমা করো।

৮নং ইস্তিগফার (যার দ্বারা সমস্ত মুমিনদের সংখ্যা পরিমাণ নেকী পাওয়া যায়)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

আল্ল-হুম্মাগফির লিলমু'মিনী-না ওয়াল মু'মিনা-ত

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি সকল মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মুমিন নারী পুরুষের জন্য গুনাহ মাফের দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক মুমিন নারী পুরুষের বিনিময়ে একটি করে নেকী দেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস: ২১০)

উলামায়ে কেরামের রচিত একটি ইস্তিগফার

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

আস্তাগফিরুল্ল-হা রব্বী- মিন্ কুল্লি যাম্বিউঁ- ওয়া আতু-বু ইলাইহি (আউনুল মা'বূদ)

অর্থ: আমি আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করছি।

পঞ্চম অধ্যায়

দুরূদ শরীফ প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদীসে বর্ণিত দুরূদ শরীফ

১নং দুরূদ (দুরূদে ইবরাহীম)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- ছল্লাইতা 'আলা- ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবর-হী-ম, ইন্নাকা হামী-দুম মাজী-দ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- বা-রকতা 'আলা- ইবর-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবর-হী-ম, ইন্নাকা হামী-দুম মাজী-দ। (বুখারী, হাদীস: ২৯৭০)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমন রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত নাযিল করো যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

ফযীলত: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন, আমার সাথে হযরত কা'ব ইবনে উজরা রা. এর সাক্ষাত হল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিয়া দিবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ আমাকে সেই হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করার বিষয়টি তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন, কিন্তু আমরা আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের উপর দুরূদ কিভাবে পাঠাব? (উত্তরে) তিনি উপরোক্ত দুরূদটি পড়তে বললেন।

২নং দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَأَزْوَاجِه أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّــتِه وَأَهْلِ بَيْتِه، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্লা-হুম্মা ছল্লি 'আলা-মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আযওয়া-জিহি-উম্মাহা-তিল মু'মিনী-না ওয়া যুররিয়্যা-তিহী- ওয়া আহলি বাইতিহী-কামা-ছল্লাইতা 'আলা- আ-লি ইবর-হী-ম, ইন্নাকা হামী-দুম মাজী-দ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি রহমত নাযিল করো উম্মি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণের প্রতি যারা মুমিনগণের মা এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমন রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

ফযীলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, সে আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি

দুরূদ পাঠ করে পাত্র ভরে সওয়াব নিবে, সে যেন উক্ত দুরূদ পড়ে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৯৮২)

৩নং দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া আন্‌যিল্‌হুল মাক্'আদাল মুকর্‌রবা 'ঈন্‌দাকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৪১০৮, ত্ববারানী: ৪৩৫৪)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করো এবং কিয়ামত দিবসে তাঁকে তোমার নিকটতম আসনে সমাসীন করো।

ফযীলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি উক্ত দুরূদ পাঠ করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।

৪নং দুরূদ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থ: প্রিয় নবীর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

৫নং দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন্ 'আবদিকা ওয়া রসূ-লিকা ওয়া ছল্লি 'আলাল মু'মিনী-না ওয়াল মু'মিনা-ত্ ওয়াল মুসলিমী-না ওয়াল মুসলিমা-ত্। (ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৯০৩, আদাবুল বায়হাকী, হাদীস: ৭৮২)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ করো তোমার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং মুমিন ও মুসলমান নর-নারীদের উপর।

৬নং দুরূদ (শুক্রবার আছরের নামাযের পর ৮০ বার পড়ার দুরূদ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলা- আ-লিহী- ওয়া সাল্লিম্ তাস্লী-মা-।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি উম্মি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও প্রভূত শান্তি বর্ষণ করো।

ফযীলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি জুমআর দিন আসরের নামাযের পর নিজ স্থানে বসে উক্ত দুরূদ আশি বার পাঠ করবে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত-বন্দেগীর সওয়াব লেখা হবে। (আদদুররুল মানযুদ ফি সলাতি ওয়াস সালামি আলা সাহিবিল মাক্বামিল মাহমূদ: ১৬০)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উলামায়ে কেরামের রচিত দুরূদ শরীফ

১নং দুরূদ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

আছ ছলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলা- রসূ-লিল্লা-হ্।

অর্থ: রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর।

২নং দুরূদ

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

ছল্লাল্ল-হু 'আলান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

৩নং দুরূদ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ছল্লাল্ল-হু 'আলা- মুহাম্মাদ ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থ: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর উপর আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

৪নং দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলা- আ-লিহী-ওয়া আছ্হা-বিহী- ওয়া বা-রিক ওয়াসাল্লিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের সরদার উম্মি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর এবং তাঁর সাথীবর্গের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করো।

৫নং দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা- সাইয়্যিদিনা- ওয়া নাবিয়্যিনা- ওয়া শাফী-ঈ'না-ওয়া হাবী-বিনা-ওয়া মাওলা-না-মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা-আ-লিহী-ওয়া আস্হা-বিহী-ওয়া বা-রিক ওয়া সাল্লিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সরদার, আমাদের নবী, আমাদের সুপারিশকারী, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাথীবর্গের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করো।

৬নং দুরূদ (দুরূদে তুনাজ্জীনা যা কঠিন বিপদের সময় পড়া হয়)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِيْ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা-সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন ছলা-তান্ তুনাজ্জী-না- বিহা- মিন্ জামি-'ইল আহ্ওয়া-লি ওয়াল আ-ফা-ত, ওয়া তাকদ্বী- লানা- বিহা- জামি-'আল হা-জা-ত, ওয়া তুত্বহ্হিরুনা- বিহা- মিন্ জামি-'ইস সাইয়্যিয়া-ত্, ওয়া তারফা'উনা- বিহা- 'ইন্দাকা- আ'লাদ্ দারাজা-ত, ওয়া তুবাল্লিগুনা- বিহা- আক্বছল গ-

ইয়া-তি মিন্ জামি-'ইল খইর-তি- ফিল হায়া-তি ওয়া বা'দাল মামা-ত। (ইন্তেখাবুল আউয়ালী ওয়াশ শুয়ূখিল আখইয়ার)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এমন রহমত বর্ষণ করো যার মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি দান করবে এবং যার মাধ্যমে তুমি আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণ করবে। যার মাধ্যমে আমাদেরকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করবে এবং আমাদেরকে তোমার নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবে। যার মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে ইহকালে ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সর্বপ্রকার কল্যাণের চূড়ান্ত লক্ষ-উদ্দেশ্যে পৌঁছাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ বিশেষ কিছু আমল

* জুমু'আর দিনের বিশেষ আমল

জুমু'আর দিনে এমন ছয়টি আমল রয়েছে যার মাধ্যমে জুমু'আর নামাযে যাওয়ার পথে প্রতি কদমে এক বছর নফল ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়।

হযরত আওস ইবনে আওস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে (১) উত্তমরূপে গোসল করবে, (২) আগে আগে মসজিদে যাবে, (৩) পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে, কোনো যানবাহনে আরোহণ করবে না, (৪) ইমামের কাছাকাছি বসবে, (৫) মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনবে, (৬) কোনো অনর্থক কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না– সে প্রতি কদমে এক বছর নফল ইবাদতের সওয়াব লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযী, ১/১২২, সুনানে নাসায়ী, ১/১৫৫)

* তাহাজ্জুদের নামায

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযকে আকড়ে ধর, কেননা, তা তোমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সিফাত, তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম, পাপসমূহ মোচনকারী এবং গুনাহ থেকে বাঁধাদানকারী। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৬১৯)

বি. দ্র. তাহাজ্জুদের নামায ২ রাকাত, ৪ রাকাত, ৬ রাকাত, ৮ রাকাত বা এর বেশিও পড়া যায়। তাহাজ্জুদের সময় হল ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। তবে, রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে পড়া উত্তম।

*** ইশরাকের নামায**

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায পড়ে সূর্য উদয় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল থাকে, তারপর (সূর্যোদয়ের পর) দুই রাকাত নামায পড়ে, সে পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করবে। পরিপূর্ণ হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ করবে। পরিপূর্ণ হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৫৮৬)

বি. দ্র. গুরুত্ব প্রদানের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি তিনবার বলেছেন।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য ৪ রাকাত নামায পড়, দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমি যথেষ্ট হয়ে যাব। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৪৭৫)

*** চাশতের নামায**

দুই রাকাত চাশতের নামায পড়লে শরীরের ৩৬০টি জোড়ার প্রত্যেকটির শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৭০৪)

*** ইশরাক ও চাশতের নামাযের সময়**

বেলা ওঠার এক/দেড় ঘণ্টা পর ইশরাক পড়া এবং বেলা ১০/১১ টায় চাশতের নামায পড়া উত্তম।

বি. দ্র. চাশতের নামায ৪ রাকাত, ৬ রাকাত, ৮ রাকাত পড়ার কথাও হাদীসে বর্ণিত আছে।

*** যাওয়ালের নামায**

যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ২ রাকাত বা ৪ রাকাত নফল নামায পড়াকে যাওয়ালের নামায বলে।

ফযীলত: আল্লাহ তা'আলা এই সময় আসমানের সব দরজা খুলে দেন এবং আসানীর সাথে সব ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ কবুল হয়। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৪৭৮)

*** আওয়াবীনের নামায**

যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ৬ রাকাত নামায পড়বে, তাকে ১২ বছর ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৩৫) বি.দ্র. যদি কেউ মাগরিবের ২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পর ৪ রাকাত নফল পড়ে তাহলে সে আওয়াবীনের সওয়াব পাবে।

*** শুকরিয়ার নামায ও শুকরিয়ার সেজদা**

* আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা জানানো হল যে, আপনার উম্মতের মধ্য হতে যে আপনার উপর দুরূদ পড়বে, তাকে আমি দশটি নেকী দান করব, তখন তিনি শুকরিয়া স্বরূপ লম্বা সেজদাসহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ, হাদীস: ২৮৩)

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো সুসংবাদ আসলে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সেজদা করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ২৭৭৬)

*** তওবার নামায**

কোনো ব্যক্তির কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সে যদি সুন্দর করে উযু করে দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। (হিসনুল মুসলিম লিল ক্বাহত্বানী, হাদীস: ১৪০)

*** ইস্তিখারার নামায**

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইস্তিখারা করে সে ব্যর্থ হয় না, যে পরামর্শ করে সে লজ্জিত হয় না এবং যে মিতব্যয়ী হয় সে দরিদ্র হয় না। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ২১৫৩২)

হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনে কারীম শিক্ষা দিতেন সেভাবেই প্রতিটি বিষয়ে ইস্তিখারা (কল্যাণকামনা) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো বিষয়ে চিন্তিত হয় তাহলে সে যেন দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১১০৯)

ইস্তিখারার (কল্যাণ কামনা) নামাযের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِه.

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসতাখী-রুকা বি'ইলমিকা ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিকুদরতিকা ওয়া আসআলুকা মিন্ ফাদলিকাল 'আযী-ম, ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা-আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা-আ'লামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লা-মুল গুয়ূ-ব, আল্ল-হুম্মা ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খাইরুল লী- ফী-দী-নী- ওয়া মা'আ-শী- ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী-ফাক্বদুরহু লী-ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী- ছুম্মা বা-রিক লী-ফী-হ, ওয়া ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্‌রুল লী-

ফী-দী-নী-ওয়া মা'আ-শী-ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী-, ফাসরিফহু 'আন্নী-ওয়াসরিফনী-'আনহু ওয়াক্বদুরলিয়াল-খইরা হাইছু কা-না ছুম্মা আরদ্বিনী-বিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ইলম (জ্ঞান) থেকে কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি। তোমার কাছে তোমার মহা অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় তুমি সক্ষম আমি অক্ষম। তুমি জান, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ! যদি এই বিষয়টি আমার জন্য দীনের ক্ষেত্রে, পার্থিব ক্ষেত্রে এবং পরিণামের ক্ষেত্রে তুমি কল্যাণকর মনে করো, তাহলে আমাকে এ বিষয়ে শক্তি দাও, সহজ করে দাও এবং বরকত দাও।

আর যদি এই বিষয়টি আমার জন্য দীনের ক্ষেত্রে, পার্থিব ক্ষেত্রে এবং পরিণামের ক্ষেত্রে তুমি অকল্যাণকর মনে করো, তাহলে এ বিষয়টিকে আমার থেকে সরিয়ে রাখ এবং আমাকে এর থেকে সরিয়ে রাখ এবং আমাকে কল্যাণকর কাজের শক্তি দাও তা যেখানেই থাকুক। অতঃপর তাতে আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

উল্লেখ্য, (هٰذَا الْأَمْرَ) বলার সময় মনের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল করবে।

বি. দ্র. এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজের ইচ্ছা করলে এই দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ، وَاخْتَرْلِيْ.

আল্ল-হুম্মা খিরলী-ওয়াখতারলী-।

হে আল্লাহ! আমার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করো এবং কল্যাণকর বিষয় নির্বাচন করো। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫১৬)

* ইস্তিখারার পর স্বপ্নে কিছু দেখা জরুরী নয়; বরং যে দিকে মন ধাবিত হবে সেটাকেই পরামর্শক্রমে কল্যাণকর মনে করা উত্তম। উল্লেখ্য, শরী'আতে পরামর্শের গুরুত্ব ইস্তিখারার চেয়ে অধিক।

*** সালাতুত তাসবীহ**

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রা. কে বললেন, আমি কি আপনাকে একটি বখশিশ দিবো না! একটি উপহার দিবো না! এমন আমলের কথা বলব না! যা করলে আপনার ১০টি উপকার হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত-ভবিষ্যত, নতুন-পুরাতন, ভুলক্রমে অথবা ইচ্ছাকৃত, ছোট-বড়, গোপনে-প্রকাশ্যে করা সকল গুনাহই মাফ করে দিবেন।

আমলটি হল এই, আপনি ৪ রাকাত নামায পড়বেন, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। যখন আপনি প্রথম রাকাতে কিরাআত শেষ করবেন, তখন রুকুর পূর্বে দাড়ানো অবস্থায় ১৫ বার পড়বেন

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

সুবহা-নাল্ল-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার।

অতঃপর রুকু করবেন এবং রুকুর তাসবীহের পর উক্ত কালিমাগুলো ১০ বার পড়বেন।

অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে ১০ বার পড়বেন। (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার পর)

অতঃপর প্রথম সিজদায় (তাসবীহ পাঠ করার পর) ১০ বার পড়বেন।

অতঃপর প্রথম সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসে ১০ বার পড়বেন।

অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় (তাসবীহ পাঠ করার পর) ১০ বার পড়বেন। দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে বসে ১০ বার পড়ে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে বসে প্রথমে ১০ বার উক্ত কালিমাগুলো পড়ে তারপর তাশাহহুদ পড়বেন।

এভাবে প্রতি রাকাতে ৭৫ বার করে উক্ত কালিমাগুলো পড়বেন। এই নিয়মে ৪ রাকাত নামায পড়বেন। যদি আপনার জন্য সম্ভব হয় তাহলে দিনে একবার এই নামায পড়বেন, না হয় সপ্তাহে একবার পড়বেন, না হয় মাসে একবার পড়বেন, তাও সম্ভব না হলে বছরে একবার পড়বেন, তাও না হলে কমপক্ষে জীবনে একবার পড়বেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ১২৯৭)

বি. দ্র. সালাতুত তাসবীহের আরো একটি নিয়ম রয়েছে:

সানা পড়ার পর উক্ত কালিমাগুলো ১৫ বার পড়বেন, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর ১০ বার, অতঃপর রুকুর তাসবীহের পর উক্ত কালিমাগুলো ১০ বার পড়বেন।

অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে ১০ বার পড়বেন। (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার পর)

অতঃপর প্রথম সিজদায় (তাসবীহ পাঠ করার পর) ১০ বার পড়বেন।

অতঃপর প্রথম সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসে ১০ বার পড়বেন।

অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় (তাসবীহ পাঠ করার পর) ১০ বার পড়বেন। (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন-১ঃ২১৪)

*** সালাতুল হাজত (প্রয়োজন পূরণের নামায)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির আল্লাহর নিকট অথবা বান্দার নিকট কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, সে যেন উত্তমরূপে উযু করে দু'রাকাত নামায পড়ে, অতঃপর

আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ পূর্বক মনযোগ সহকারে এই দু'আ পড়ে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৪৭৯)

সালাতুল হাজতের দু'আ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হুল হালী-মুল কারী-ম, সুবহা-নাল্ল-হি রব্বিল 'আরশিল 'আযী-ম, আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামী-ন, আসআলুকা মূ-জিবা-তি রহমাতিক, ওয়া 'আযা-য়িমা মাগফিরাতিক, ওয়াল্গনী-মাতা মিন্ কুল্লি বির্র, ওয়াস্সালা-মাতা মিন্ কুল্লি ইছম, লা-তাদা'লী- যাম্বান ইল্লা-গফারতাহ, ওয়ালা- হাম্মান ইল্লা-ফার্রাজতাহ, ওয়ালা-হা-জাতান হিয়া লাকা রিযান ইল্লা-ক্বযাইতাহা- ইয়া-আরহামার র-হিমী-ন।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই যিনি অত্যন্ত সহনশীল ও দয়ালু। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তোমার রহমত আবশ্যককারী আমল, তোমার ক্ষমা লাভের সুদৃঢ় আমল, সকল নেকী অবলম্বনের আগ্রহ, সকল গুনাহ থেকে নিরাপত্তা, আমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দাও, সব পেরেশানী দূর করে দাও এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য সহায়ক যত প্রয়োজন রয়েছে সব পূরণ করে দাও হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ আরো কিছু আমল

* মিসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায়। (বায়হাকী সুনানে কুবরা, হাদীস: ১৬৩)

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূরা ইখলাস কুরআনে কারীমের এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২০০)

উক্ত হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেন, সূরা ইখলাস ৩ বার পাঠ করলে ১ খতম কুরআন শরীফ পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়।

* সূরা ইয়াসীন ১ বার পাঠ করলে ১০ খতম কুরআন শরীফ পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়। (বায়হাকী শুআবুল ইমান, হাদীস: ২৪৬০)

* দৈনিক ১০০ বার

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হুল মালিকুল হাক্কুল মুবী-ন- ।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি রাজাধিরাজ, হক ও সুস্পষ্ট। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৫০৫৮)

* যে ব্যক্তি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার করে سُبْحَانَ اللهِ *(সুবহা-নাল্ল-হ)* পড়বে সে একশত নফল হজ্জের সওয়াব পাবে। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

* যে ব্যক্তি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল-হামদুলিল্লা-হ)* পড়বে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে ১০০ ঘোড়া দান করার সওয়াব পাবে। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

* যে ব্যক্তি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার করে لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্)* পড়বে সে হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশের ১০০ গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্)* পড়বে, কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ১৮০৫)

* যে ব্যক্তি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার করে اَللهُ أَكْبَرُ *(আল্ল-হু আকবার)* পড়বে, সে ঐ দিন এত পরিমাণ নেকী অর্জন করবে যা অন্য কেউ অর্জন করতে পারবে না। তবে যে তার মত এই আমল বা এর চেয়েও বেশি আমল করবে। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৪৭১)

* দৈনিক সকালে ঃ সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্দিহী- ১০০ বার, সন্ধ্যায় ঃ সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্দিহী- ১০০ বার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি গুনাহও আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৩৬)

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

* *ছল্লাল্ল-হু 'আলান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি-* ১০০ বার।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ

* *আল্ল-হুম্মাগ ফির্লী- ওয়ার হাম্নী-* ১০০ বার।

*** তিন তাসবীহ:**

(ক) ১০০ বার: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়ালহাম্দু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আক্বার

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

(খ) ১০০ বার: যে কোনো দুরূদ শরীফ।

(গ) ১০০ বার: যে কোনো ইস্তিগফার।

*** তের তাসবীহ:**

(ক) لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্ল-হ্ - ২০০ বার,

(খ) إِلَّا اللهُ ইল্লাল্ল-হ্ -৪০০ বার,

(গ) اَللهُ اللهُ আল্ল-হু আল্ল-হ -৬০০ বার,

(ঘ) اَللهُ আল্ল-হ্- ১০০ বার।

ফজীলতপূর্ণ বিশেষ কিছু যিকির

* সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে - لَآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্। (নাসায়ী সুনানে কুবরা, হাদীস: ২৩৫)

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

ফযীলত: কোনো ব্যক্তি যদি একনিষ্ঠতার সাথে লোক দেখানো বা শুনানোর নিয়ত ব্যতীত 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' বলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায় এবং তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে এর জন্য শর্ত হলো কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে হবে। (মেশকাত শরীফ, হাদীস: ২২০৬)

* সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহাম্‌দুলিল্লা-হ্)* অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সুবহা-নাল্ল-হ' পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদুলিল্লা-হ' তাকে পূর্ণ করে দেয়। (মেশকাত শরীফ, হাদীস: ২২০৫)

* সর্বাবস্থায় পড়া উচিত - اَسْتَغْفِرُ اللهَ *(আস্তাগফিরুল্ল-হ্)*

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।

ফযীলত: হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে ক্ষমা

চাওয়াকে আবশ্যক করে নেয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে মুক্তির পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা-পেরেশানী হতে পরিত্রাণ দেন। আর তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন যা সে কখনও ভাবেনি। (মেশকাত শরীফ, হাদীস: ২২৩০)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

** সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী- সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযী-ম। ১০০ বার।*

ফযীলত: আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: দু'টি কালেমা এমন রয়েছে যা যবানে উচ্চারণ করতে সহজ, কিয়ামত দিবসে ওজনে ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কালেমা দু'টি হচ্ছে:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি! (বুখারী, হাদীস নং৭৫৬৩)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়ালহাম্দু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আক্বার, ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুও্ওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্।

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। কারো কোনো ভাল কাজ করার শক্তি নেই এবং কোনো গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। (আবু দাউদ, হাদীস: ৮৩২)

পরিশিষ্ট

বিবিধ আমল ও দু'আ প্রসঙ্গ

সকল ভালো কাজের শুরুতে بِسْمِ اللهِ (*বিসমিল্লা-হ*) বলা সুন্নাত।

(কানযুল উম্মাল, হাদীস: ২৪৯১)

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি।

সালাম

প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া সুন্নাত

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৫১৮৫)

অর্থ: আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

সালামের উত্তর

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

ওয়া 'আলাইকুমুস সালা-ম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ। (আবু দাউদ, হাদীস: ৫১৮৫)

অর্থ: আপনার উপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী যে আগে সালাম দেয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৯৭)

তিনি আরো বলেন, যে আগে সালাম দেয় সে অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩)

মুসাফাহা

সালামের পর মুসাফাহা করাও সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোনো দুই মুসলিম পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে তারা পৃথক হবার পূর্বেই উভয়ের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস ৪৬৭৯)

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন দু'জন মুসলিম সাক্ষাতের পর মুসাফাহা করে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে ও গুনাহ মাফ চায় (ইস্তিগফার করে) তখন তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২১২)

মুসাফাহার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

আলহামদু লিল্লা-হ ইয়াগফিরুল্ল-হু লানা- ওয়া লাকুম।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আপনাদেরকেও ক্ষমা করুন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২১২)

নেয়ামতের শোকর আদায়ের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

আল-হাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী- বিনি'মাতিহী- তাতি'ম্মুছ্ ছ-লিহা-ত্।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যার অনুগ্রহে সর্বপ্রকার ভালো কাজ সম্পন্ন হয়।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন পছন্দনীয় বিষয় দেখতেন তখন উক্ত দু'আ পড়তেন। (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৮০৩)

অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখিন হলে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

আলহামদু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি হা-ল

অর্থ: সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখতেন তখন উক্ত দু'আ পড়তেন। (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৮০৩)

রাগের সময় পড়ার দু'আ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আ'উ-যুবিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজী-ম। (বুখারী, হাদীস: ৬১১৫)

অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

গুনাহ্ থেকে বাঁচার তাওফীক লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ

আল্ল-হুম্মারহাম্নী-বিতারকিল মা'আ-ছি-। (তিরমিযী, হাদীস: ২২৪) **১১** বার

হে আল্লাহ! গোনাহ বর্জনের শক্তি দিয়ে আমার প্রতি দয়া করো।

ইফতারের পূর্বের দু'আ

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْ لِيْ

ইয়া- ওয়া-সি'আল মাগফিরতি ইগ্ফিরলী-। (শুআবুল ঈমান, হাদীস: ৩৯০৩)

অর্থ: হে মহান ক্ষমাকারী! আমাকে ক্ষমা করুন।

ইফতারের পরের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

আল্ল-হুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা- রিযক্বিকা আফত্বরতু

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

জাহাবায যমাউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরু-কু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইন্‌শা- আল্ল-হ।

অর্থ: তৃষ্ণা দূরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সওয়াব অর্জিত হয়েছে।

শবে কদরের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউয়্যুন্ তুহিব্বুল 'আফ্‌ওয়া ফা'ফু 'আন্নী-।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ফযীলত: হযরত আয়েশা রা. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরে এই দু'আ করতে বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২৫৩৮৪)

কাজ সহজ হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا أُمُوْرَنَا

আল্ল-হুম্মা- ইয়াসসির লানা- উমূ-রনা-।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের কাজসমূহ সহজ করে দিন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একটি বিশেষ দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى طَاعَتِكَ

আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাসতা 'ঈ-নুকা 'আলা- ত্ব-'আতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আনুগত্যের ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হজ্জ ও আরাফার আমল

হজ্জ হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর সম্পর্কের একটি অন্যতম মাধ্যম। বান্দা যে সত্যিকারেই আল্লাহর প্রেমিক ও আল্লাহর দেওয়ানা তা হজ্জ দ্বারা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য তাঁর অফুরন্ত রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। বান্দার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে নবজাতক শিশুর মত নিষ্পাপ করে দেন। বান্দার সমস্ত দু'আ ও প্রার্থনা কবুল করেন। তাই হজ্জের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে। সর্বদা আল্লাহর দিকে মনোযোগী থেকে দু'আ-মুনাজাত, ইস্তিগফার, দুরূদ শরীফ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকারের মধ্যে লিপ্ত থাকতে হবে এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়ার অনুভূতি নিয়ে বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে হবে।

তালবিয়া নিম্নরূপ:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

লাব্বাইকাল্ল-হুম্মা লাব্বাইক

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

লাব্বাইকা লা- শারী-কা লাকা লাব্বাইক

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

ইন্নাল হামদা ওয়া নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক্

لَا شَرِيْكَ لَكَ

লা শারী-কা লাক

অর্থ: আমি হাজির আছি, হে আল্লাহ! আমি হাজির আছি। আমি হাজির আছি। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির আছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব তোমারই জন্য। তোমার কোন শরীক নেই।

উল্লেখ্য, তালবিয়ার চার অংশ চার শ্বাসে পড়া মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার, ৩/৪৯২ মাকতাবায়ে যাকারিয়া)

তাওয়াফ, সা'য়ী, মিনা-মুযদালিফা ও আরাফায় অবস্থানের সময়ে খুবই সজাগ থাকতে হবে এবং আমলের প্রতি যত্নবান হতে হবে। বিশেষ করে আরাফায় অবস্থানের সময়কে বেশি মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা, এই সময় বান্দার গুনাহ ক্ষমা করার এবং দু'আ কবুলের বিশেষ ওয়াদা রয়েছে।

হজ্জের সময় বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট কিছু দু'আ আছে যা হজ্জ সম্পর্কিত বই থেকে আমরা জেনে নিব। এখানে আরাফার ময়দানে অবস্থান করার সময়ে কিছু আমল ও দু'আ আমরা নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করছি। এর পাশাপাশি প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত দু'আগুলোও পড়া উত্তম হবে।

আমলগুলো নিম্নরূপ:

সূরা ইখলাস ৩৩ বার।

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝ اَللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ। আল্ল-হুছ ছমাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ। ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ: তুমি বলো, তিনি আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত (কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মও নেন নি। আর তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

কালেমা তাইয়্যিবা:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (*লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*) ১০০ *বার।*

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ/اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ

আস্তাগফিরুল্ল-হ/ আল্ল-হুম্মাগ ফিরলী- ওয়ার হাম্‌নী- ১০০ *বার।*

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই/ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ،

আস্তাগফিরুল্ল-হা রব্বী- মিন্ কুল্লী যাম্‌বিউঁ ওয়া আ-তু-বু ইলাইহি লা-হাওলা ওয়ালা- কুও্ওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম। ১০০ *বার।*

অর্থ: আমি আমার পালনকর্তা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করছি। সুমহান সুউচ্চ আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ،

আস্তাগফিরুল্ল- হাল্লাযী- লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যু-মু ওয়া আতূ-বু ইলাইহি লা-হাওলা ওয়ালা- কুও্ওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম। ১০০ বার।

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সদা বিরাজমান। আমি তাঁর নিকট তওবা করছি। সুমহান সুউচ্চ আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

রব্বিগ্‌ফির ওয়ার্‌হাম ওয়া আন্‌তা খইরুর র-হিমী-ন। (সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ১১৮) ১০০ বার

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো আর দয়া করো, কেননা তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ،

আল্ল-হুম্মা ছাব্বিত ক্বল্‌বী- 'আলা- দী-নিক,

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। (সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস: :৩৮২৪)

يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى طَاعَتِكَ

ইয়া মুছর্‌রিফাল কুলূ-ব ছাব্বিত ক্বলবী- 'আলা- ত্ব-'আতিক। নাসায়ী সুনানে কুবরা, হাদীস: : ১০১৩৭)

অর্থ: হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার আনুগত্যের উপর মজবুত রাখুন।

বি. দ্র. কোনো কোনো হাদীসে দু'আটি এভাবেও আছে–

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

আল্ল-হুম্মা মুছর্‌রিফাল কুলূ-ব ছর্‌রিফ কুলূ-বানা- 'আলা ত্ব-'আতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৯২১)

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ইয়া-আর্ হামার্ র-হিমী-ন, (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৯৯৬)

অর্থ: ওহে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়!

ফযীলত: হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ বলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। এই দু'আ তিনবার পড়লে ফেরেশতা বলেন, নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, তাই তুমি চাও।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

ইয়া- হাইয়্যু ইয়া- ক্বইয়্যু-ম, বিরহ্‌মাতিকা আস্তাগী-ছ। (তিরমিযী, হাদীস: ৩৫২৪)

অর্থ: হে চিরঞ্জীব সকল বস্তুর ধারক! আমি তোমার রহমতের সাহায্য প্রার্থনা করছি।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে এই দু'আ পাঠ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ১৮৭৫)

হজ্জের সফরের সামানপত্রের তালিকা

১। ইহরামের কাপড়	=	৩ সেট
২। লুঙ্গি	=	২টি
৩। গামছা	=	২টি
৪। পাঞ্জাবী	=	৩টি
৫। পাজামা	=	২টি
৬। টি-শার্ট (গেঞ্জি)	=	২টি
৭। বিছানার চাদর	=	১টি
৮। গায়ের চাদর	=	১টি
৯। জায়নামাজ	=	১টি
১০। তাসবীহ	=	১টি
১১। গলার খুতি	=	১টি
১২। ঔষধ	=	প্রয়োজনীয়।
১৩। স্যান্ডেলের খুতি	=	১টি
১৪। স্যান্ডেল	=	২ জোড়া

আল আসমাউল হুসনা

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি উক্ত নামগুলো মুখস্থ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে তিরমিজী হাদীস: ৩৫০৭)

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

হুওয়াল্ল-হুল্লাজী- লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়ার রহমা-নুর রহী-ম

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

আল মালিকুল কুদ্দূ-ছুছ্ছালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল 'আযী-যুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির

اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ

আল খ-লিকুল বা-রিউল মুছওয়্যিরুল গফ্ফা-রুল ক্বহ্হা-র

اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

আল ওয়াহ্হা-বুর রয্যা-কুল ফাত্তা-হুল 'আলী-ম

اَلْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

আল ক্ব-বিদ্বুল বা-ছিতুল খ-ফিদ্বুর র-ফি'উল মু'ইয্যুল মুজিল্লুস সামী-'উল বাছী-র

اَلْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

আল হাকামুল 'আদলুল লাত্বী-ফুল খবী-র

اَلْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

আল হালী-মুল 'আযী-মুল গফু-রুশ শাকু-রুল 'আলিয়্যুল কাবী-র

اَلْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ

আল হাফী-জুল মুক্বী-তুল হাসী-বুল জালী-লুল কারী-ম

اَلرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ

আররক্বী-বুল মুজী-বুল ওয়া-সি'উল হাকী-ম

اَلْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ

আল ওয়াদূ-দুল মাজী-দুল বা-'ইছুশ শাহী-দ

اَلْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ

আল হাক্কুল ওয়াকী-লুল ক্বিয়্যুল মাতী-ন

اَلْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

আলওয়ালিয়্যুল হামী-দুল মুহছিল মুবদিউল মু'ঈ-দুল মুহইল মুমী-তুল হাইয়্যুল ক্বয়্যূ-ম

اَلْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ

আল ওয়া-জিদুল মা-জিদুল ওয়া-হিদুল আহাদুছ ছমাদুল ক্ব-দিরুল মুক্বতাদির

اَلْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ

আল মুক্বদ্দিমুল মুআখখিরুল আউওয়ালুল আ-খিরুজ জ্বহিরুল বা-ত্বিন

اَلْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ

আল ওয়া-লিল মুতা'আ-লিল বার্‌রুত তাওওয়া-বুল মুন্‌তাক্বিমুল 'আফুউউর রউ-ফ

مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

মা-লিকুল মুলকি জুল জালা-লি ওয়াল ইকর-ম

اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ

আল মুক্বছিতুল জা-মি'উল গনিয়্যুল মুগনিল মা-নি'উদ দ্ব-ররুন না-ফি'

اَلنُّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ.

আন্নূ-রুল হা-দিল বাদী-'উল বা-ক্বিল ওয়া-রিছুর রশী-দুছ ছবু-র

বাংলা অর্থসহ আসমায়ে হুসনা

নাম	অর্থ
اَللهُ	আল্লাহ
اَلرَّحْمٰنُ	সীমাহীন দয়ালু
اَلرَّحِيْمُ	পরম করুণাময়
اَلْمَلِكُ	বাদশা
اَلْقُدُّوْسُ	অতি পবিত্র
اَلسَّلَامُ	শান্তিদাতা
اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তাদাতা
اَلْمُهَيْمِنُ	রক্ষাকারী
اَلْعَزِيْزُ	পরাক্রমশালী
اَلْجَبَّارُ	পরাক্রমশীল
اَلْمُتَكَبِّرُ	বড়ত্বের অধিকারী
اَلْخَالِقُ	স্রষ্টা
اَلْبَارِئُ	উদ্ভাবক

নাম	অর্থ
اَلْمُصَوِّرُ	আকৃতিদানকারী
اَلْغَفَّارُ	মহা ক্ষমাশীল
اَلْقَهَّارُ	পরম প্রতাপশালী
اَلْوَهَّابُ	মহানদাতা
اَلرَّزَّاقُ	রিজিকদাতা
اَلْفَتَّاحُ	কল্যাণের দ্বার উন্মুক্তকারী
اَلْعَلِيْمُ	মহাজ্ঞানী
اَلْقَابِضُ	সংকোচনকারী
اَلْبَاسِطُ	সম্প্রসারণকারী
اَلْخَافِضُ	অবনমনকারী
اَلرَّافِعُ	সমুন্নতকারী
اَلْمُعِزُّ	সম্মানদাতা
اَلْمُذِلُّ	অপদস্তকারী

নাম	অর্থ
اَلسَّمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা
اَلْحَكَمُ	মিমাংসাকারী
اَلْعَدْلُ	ন্যয়নিষ্ঠ
اَللَّطِيْفُ	সূক্ষ্মদর্শী
اَلْخَبِيْرُ	সর্বজ্ঞ
اَلْحَلِيْمُ	অতি সহিষ্ণু
اَلْعَظِيْمُ	মহিমাময়
اَلْغَفُوْرُ	অত্যন্ত ক্ষমাশীল
اَلشَّكُوْرُ	মহাগুণগ্রাহী
اَلْعَلِيُّ	সর্বোচ্চ সত্তা
اَلْكَبِيْرُ	মহান
اَلْحَفِيْظُ	মহা হেফাজতকারী

নাম	অর্থ
اَلْمُقِيْتُ	আহারদানকারী
اَلْحَسِيْبُ	মহামহিম
اَلْجَلِيْلُ	প্রতাপশালী
اَلْكَرِيْمُ	অতি সম্মানীত
اَلرَّقِيْبُ	মহান তত্ত্বাবধায়ক
اَلْمُجِيْبُ	প্রার্থনা কবুলকারী
اَلْوَاسِعُ	সর্বব্যাপী
اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়
اَلْوَدُوْدُ	পরম স্নেহপরায়ন
اَلْمَجِيْدُ	মর্যাদাবান
اَلْبَاعِثُ	পুনরুত্থানকারী
اَلشَّهِيْدُ	প্রত্যক্ষকারী
اَلْحَقُّ	সত্য

নাম	অর্থ
اَلْوَكِيْلُ	কর্মবিধায়ক
اَلْقَوِيُّ	সর্বশক্তিমান
اَلْمَتِيْنُ	মহাশক্তিমান
اَلْوَلِيُّ	অভিভাবক
اَلْحَمِيْدُ	প্রশংসিত
اَلْمُحْصِي	হিসাবগ্রহণকারী
اَلْمُبْدِئُ	আদিস্রষ্টা
اَلْمُعِيْدُ	পুন সৃষ্টিকারী
اَلْمُحْيِي	জীবনদাতা
اَلْمُمِيْتُ	মৃত্যুদাতা
اَلْحَيُّ	চিরঞ্জীব
اَلْقَيُّوْمُ	অবিনশ্বর
اَلْوَاجِدُ	সর্বপ্রাপক

নাম	অর্থ
اَلْمَاجِدُ	মহিমান্বিত
اَلْوَاحِدُ	এক ও অদ্বিতীয়
اَلْاَحَدُ	একক সত্তা
اَلصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী
اَلْقَادِرُ	মহান শক্তিধর
اَلْمُقْتَدِرُ	অত্যন্ত ক্ষমতাশালী
اَلْمُقَدِّمُ	ত্বরান্বিতকারী
اَلْمُؤَخِّرُ	পশ্চাদবর্তীকারী/অবকাশ প্রদানকারী
اَلْاَوَّلُ	অনাদি
اَلْاٰخِرُ	অনন্ত
اَلظَّاهِرُ	প্রকাশ্য
اَلْبَاطِنُ	অপ্রকাশ্য
اَلْوَالِيُ	কার্যনির্বাহক

নাম	অর্থ
اَلْمُتَعَالِيُ	সুউচ্চ/সৃষ্টির গুণাবলীর উর্ধে
اَلْبَرُّ	পরম-উপকারী/অনুগ্রহশীল
اَلتَّوَّابُ	তওবার তাওফিক দানকারী এবং কবুলকারী
اَلْمُنْتَقِمُ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
اَلْعَفُوُّ	পরম ক্ষমাশীল
اَلرَّؤُوْفُ	পরম স্নেহশীল
مَالِكُ الْمُلْكِ	সমগ্র জগতের বাদশা
ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ	মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা
اَلْمُقْسِطُ	পরম ইনসাফকারী
اَلْجَامِعُ	একত্রকারী
اَلْغَنِيُّ	মহা সম্পদশালী

নাম	অর্থ
اَلْمُغْنِيُّ	পরম অভাবমোচনকারী
اَلْمَانِعُ	(অকল্যাণ) প্রতিরোধকারী
اَلضَّارُّ	ক্ষতিসাধনকারী
اَلنَّافِعُ	কল্যাণকারী
اَلنُّوْرُ	পরম আলো
اَلْهَادِيُ	পথ-প্রদর্শক
اَلْبَدِيْعُ	অভিনব সৃষ্টিকারী
اَلْبَاقِيُ	অবিনশ্বর
اَلْوَارِثُ	উত্তরাধিকারী
اَلرَّشِيْدُ	সঠিক পথ-প্রদর্শক
اَلصَّبُوْرُ	অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী

প্রিয় পাঠক আসমায়ে হুসনার অনেক বৈশিষ্ট্য ও ফজীলত রয়েছে

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থ: আর আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তোমরা সে নামে তাঁকে ডাক। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৮০)

আর হাদীস থেকে তো পূর্বেই আমরা জানতে পেরেছি যে, যারা আসমায়ে হুসনা মুখস্থ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং আমরা নিজেরা আসমায়ে হুসনা মুখস্থ করব এবং আমাদের সন্তানদেরকে ও ছাত্রদেরকে মুখস্থ করাবো এবং উক্ত ফজীলতের উপযুক্ত হব।

এছাড়াও প্রতিটি নামের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । যেমন– রোগ-ব্যধি ও বালা-মুসীবত থেকে হেফাজতের জন্য يَا سَلَامُ (হে শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা) বেশি বেশি পড়া অনেক উপকারী। জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য يَا عَلِيْمُ (হে মহাজ্ঞানী) يَا حَفِيْظُ (হে সবকিছুর হেফাজতকারী) যে কোনো ভাল উদ্দেশ্য হাসিল ও সমস্যা সমাধানের জন্য يَا هَادِىُ (হে সঠিক পথ-প্রদর্শনকারী) يَا رَحِيْمُ (হে অতিদয়ালু) আনেক উপকারী, এমনিভাবে যে নামের যে অর্থ ঐ নামের ওয়াজিফার বরকতে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক ফায়দা অর্জিত হওয়া বহু পরীক্ষিত।

তাই আমরা যে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সুন্দর সুন্দর নামে ডাকব এবং আল্লাহর কাছেই দু'আ করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

জরুরী জ্ঞাতব্য

কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দু'আর পূর্ণ ফায়দা অর্জনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ উচ্চারণ। আর বাংলা ভাষায় আরবীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ব্যক্ত করা অসম্ভব। তাই শুধু বাংলা উচ্চারণের উপর নির্ভর করা আদৌ ঠিক হবে না, বরং বাংলা উচ্চারণকে সহায়ক রূপে গ্রহণ করে আলেম-উলামা ও ক্বারী সাহেবদের কাছে মশক করে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখা অত্যন্ত জরুরী।

– সম্পাদক